আবীর জিসান

প্রথম প্রকাশঃ জুলাই ২০২০

প্রচ্ছদঃ আবীর জিসান

প্রচ্ছদ কৃতজ্ঞতাঃ Canva

অনলাইনে বিনামূল্যে প্রকাশের জন্য লিখিত।

বইয়ের চিত্রাংকনঃ হামিদা মনি

উৎসর্গঃ দাদা-দাদী, নানা- নানী, বাবা-মা, বোন সহ সকল গুরুজনকে

বইটা লেখার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বইটা এমনভাবে লেখা, যেন বইটা পড়ে ফটোগ্রাফির মূল বিষয়গুলো নিয়ে খুব সহজেই পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায়। এই জিনিসগুলো আমি বইয়ে খুব সহজে বোঝানোর চেস্টা করেছি, কিছু ক্ষেত্রে উদাহরন দিয়ে বোঝানোর চেস্টা করেছি। চেস্টা করেছি যেন সব জিনিস ছবির মাধ্যমে বোঝাতে পারি। বইটা সম্পর্কে যেকোনো উপদেশ দিলে তা আন্তরিক ভাবে গ্রহন করব। আমাকে এই বই নিয়ে যেকোনো পরামর্শ, উপদেশ জানাতে আমাকে মেইল করতে পারেন।

মেইল ঠিকানাঃ abirzishan20@gmail.com

আবীর জিসান

২৯.৭.২০২০

সূচীপত্রঃ

ছবি তোলার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র

প্রথমে আমরা যারা ছবি তোলা শুরু করব, তাদের ছবি তোলা জন্য আসলে ক্যামেরা ছাড়া আর কোন কিছুরই দরকার নেই খুব একটা। তবে পারফেক্ট শট নেওয়ার জন্য আমরা কিছু জিনিস ব্যবহার করতে পারি, যা আমাদের এগিয়ে রাখবে একধাপ। আর আমি মনে করি, আমরা ছবি তোলার সময় যে জিনিসগুলো ব্যবহার করব, তা সম্পর্কে আমাদের ছবি তোলার আগেই একটু জেনে নেওয়া দরকার। তাহলে আমাদের সবার জন্যই সুবিধা হবে।

ক্যামেরা

ফটোগ্রাফি নিয়ে কথা বলতে গেলে প্রথমেই আমাদের আলোচনা করতে হবে ক্যামেরা নিয়ে। আমাদের মনে রাখতে হবে, একটা ভাল ক্যামেরা কিন্তু একটা ভালো ফটোগ্রাফার তৈরী করে না, একজন ভাল ফটোগ্রাফার একটা ক্যামেরাকে ভালোভাবে ব্যবহার করেন।

আসলে ফটোগ্রাফিটা একটা আর্ট, আমরা যা প্রতিদিন দেখি, তা মানুষকে একটু অন্যভাবে দেখানোর আর্ট, মানুষকে একটু অন্যভাবে চিন্তা করানোর আর্ট।

ফটোগ্রাফিকে আমরা যদি রান্নার সাথে তুলনা করি, তাহলে আমাদের ক্যামেরাকে আমরা

তুলনা করব চুলার সাথে। আপনি ভাল রাঁধতে পারেন, এর মানে কিন্তু এই না যে আপনি একটা ভাল চুলা ব্যবহার করেন।

অবশ্য ক্যামেরা একেবারে খারাপ হওয়াটাও আমাদের জন্য ভালো হবে না। যে চুলা ঠিকভাবে জ্বলেই না, তা দিয়ে আমরা ভাল রাঁধতে পারব না। মেগাপিক্সেলের ক্ষেত্রে আমি বলব, ৫ মেগাপিক্সেল বা তার উপরের ক্যামেরা মোবাইল ফটোগ্রাফির জন্য ভাল।

ট্রাইপড

ট্রাইপডের ব্যবহার আমাদের ছবিকে করবে স্টেবল। কম শাটার স্প্রিডে বা লং এক্সপোজারে(এটা কি জিনিস তা আমরা একটু

Photo Courtesy- Ireen Jahan

পরেই জানব) ছবি তোলার ক্ষেত্রে এটা কিন্তু অনেক দরকারি একটা জিনিস। লং এক্সপোজারে ট্রাইপড দিয়ে ছবি না তুললে আমরা ছবি তোলার পর প্রায় সময় দেখব ছবি ব্লার হয়ে গেছে। আর কোন ছবি যদি ব্লার হয়ে যায় তাহলে আমাদের সেই ছবি তোলা আর না তোলা একি কথা হয়ে যাবে।

হ্যাঁ, এইখানে প্রশ্ন থাকতে পারে যে, অনেক ফটোগ্রাফারই তো ছবি তুলতে ট্রাইপড ব্যবহার করেন না। তাহলে আমি কেন করব?

ভাল কথা, আমরা যদি ওই ফটোগ্রাফারদের দিকে দেখি, তাহলে দেখব যেগুলাতে ব্লার

হওয়ার সম্ভাবনা আছে তার সবই তারা ট্রাইপড ব্যবহার করে তুলেছেন।

ট্রাইপড আসলে কোন সময় ব্যবহার করতে হবে, তা নিয়ে একটু পরেই বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

লেন্স

লেন্স বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। আমি মূলত মোবাইলের লেন্স নিয়ে কথা বলব। কারণ ফটোগ্রাফিতে যারা নতুন,যারা সাধারণত শখের বশে ফটোগ্রাফি করি, তারা মোবাইল কেই ব্যবহার করি ছবি তোলার জন্য। তাই আমরা এইখানে ক্যামেরার লেন্স নিয়ে কথা না বলে মোবাইলের জন্য ক্যামেরার লেন্স নিয়ে কথা বললে সবার জন্যই ভালো হবে।

টেলিফটো লেন্স

এসব লেন্সের ফোকাস দূরত্ব বড়। আমরা যখন অনেক দূরের কোন কিছুর ছবি তুলতে চাইব, তখন আমরা এই লেন্স ব্যবহার করব। আমরা হয়ত চাঁদের ছবি তুলতে গিয়ে খেয়াল করেছি,

---

Photo Courtesy- Sadia Akanda Ritu

পূর্ণিমার চাঁদ ক্যামেরায় এসে হয়ে যায় আলোক বিন্দু। আমাদের চিরকালীন দুঃখ, মোবাইলে এই চাঁদ বা দূরের গাছে বসে থাকা পাখি বা কোন জিনিসের ছবি তুলতে না পারা। আমরা কাছে গেলেই পাখি উড়ে যায়। আবার ফোনে ডিজিটাল জুম থাকায়, আমরা যদি জুম করি, তাহলে আমদের ছবি ফেটে একাকার হয়ে যায়। এই সমস্যা সমাধান করবে আমাদের টেলিফটো লেন্স। আমরা এই লেন্স দিয়ে অনেক দূরের জিনিসের ছবি তুলতে পারব।

উপরের ছবিটার মত ছবি আমরা সহজেই তুলতে পারি টেলিফটো লেন্স ব্যবহার করে।

Photo Courtesy- Qasim Nawaz

ওয়াইড-এঙ্গেল লেন্স

আমরা আমাদের তাকানোর সময় চোখের কোন পরিবর্তন না করে যতটুকু দেখি(চোখ না ঘুড়িয়ে যতটুকু দেখি), এসব লেন্স দিয়ে তার থেকে বড় জায়গা দেখতে পাই। সাধারণত কোনো রুমে বা বদ্ধ জায়গায় অনেক মানুষ দাঁড়িয়ে আছে এমন ছবি তুলতে গেলে আমরা দেওয়ালের কারণে পিছিয়ে যেতে পারি না। এইসব ক্ষেত্রে আমাদের কাজে দিবে এই ওয়াইড এঙ্গেল লেন্স। এই লেন্স দিয়ে আমরা অনেক বড় জায়গা একসাথে ফ্রেমে নিয়ে আসতে পারব।

ম্যাক্রো লেন্স

ছোট কোন জিনিসের ছবি কাছ থেকে তোলার ক্ষেত্রে বা ম্যাক্রো ফোটোগ্রাফি করার সময় আমরা এইসব লেন্স ব্যবহার করব। আমরা অনেকেই হয়ত খেয়াল করেছি যে, ফোনে ক্যামেরার খুব কাছের কোন জিনিসের, যেমন পিঁপড়া বা ছোট কোন জিনিসের ছবি তুলতে গেলে তা ব্লার হয়ে যায়। এই লেন্স ব্যবহার করে আমরা খুব কাছ থেকে এইসব জিনিসের ছবি তুলতে পারব।

আমাদের অনেকের মনে হতে পারে, আমরা তো ক্যামেরায় ছবি তোলার সময় একটু জুম করে নিলেই পারি। তাহলে আমাদের ম্যাক্রোলেন্সের আর কি দরকার? আমাদের

Photo Courtesy– Sadia Akanda Ritu

আসলে দরকার ছবির কোয়ালিটি। ছবি আলাদা লেন্সে না তুলে জুম করে তুললে ছবির কোয়ালিটি খারাপ হয়ে যাবে। তাই আমাদের এই ম্যাক্রো লেন্স দরকার।

ফিশআই লেন্স

ফিশআই লেন্স দিয়ে অনেকটা গোল গোল ছবি তোলা যায়। সাধারণত কোন ডেয়ারিং ছবি, যেমন মোটরসাইকেলে স্টান্ট বা কোনো লাফালাফির ছবি এই লেন্স ব্যবহার করে তুলতে তাতে সাবজেক্টের সাহসী আর প্রানবন্ত ভাবটা ফুটে ওঠে আরো বেশি পরিমানে।

এইসব লেন্সের ভিউ এঙ্গেল থাকে মোটামুটি ১৮০ ডিগ্রি। মানে, আমরা এইসব লেন্সের মধ্যে দিয়ে আমাদের বাম হাত থেকে ডান হাতের মাঝের সব কিছু দেখতে পারব। আমাদের এই ক্ষেত্রে একটা কথা মনে রাখা দরকার যে, এই লেন্স দিয়ে ছবি তুললে, ছবিতে পাশের দিকে, আমরা ছবিতে ডিস্টর্শন, মানে পাশের দিকে আমাদের ছবির অনেক বেশি বিকৃতি ঘটবে। এই জিনিসটা নিয়ে আমাদের সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

ক্যামেরা কিভাবে ধরব

ক্যামেরা নিয়ে কাজ করার আগে, আমাদের এইটা জানা উচিত, যে কিভাবে ক্যামেরা ধরলে

আমাদের সবচেয়ে বেশি সুবিধা হবে। আমাদের ক্যামেরা ধরার উপর আমাদের ছবির স্ট্যাবিলিটি কম-বেশি হতে পারে।

Photo Courtesy- Yeahyea Habib

অনেকে ক্যামেরা হাতে ধরার সময় ক্যামেরার লেন্সের নিচে হাত না দিয়ে দুইপাশে ধরার চেস্টা করেন, যার কারণে ছবি স্টেবল হয় না।

Photo Courtesy- Yeahyea Habib

আবার, ক্যামেরাকে লম্বালম্বিভাবে ধরার সময় অনেকে নিচে থেকে ধরেন,(ছবিতে যেভাবে দেখানো হয়েছে, তার উল্টাভাবে) উপরে থেকে ধরার বদলে, নিচে থেকে ধরলে ক্যামেরার স্ট্যাবিলিটি কমে যায়, ছবি তোলার সময় একটু ঝাকুনি লাগতে পারে। এই জিনিসটা নিয়ে আমাদের একটু সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

আর যখন আমরা মোবাইলে ছবি তুলব, তখন আমাদের ক্যামেরাকে দুই হাত দিয়ে ধরে আমাদের দেহের কাছাকাছি রাখার চেস্টা করব। তাহলে আমাদের ছবি সবচেয়ে স্টেবল হবে।

কম্পোজিশন

Photo Courtesy–Taslima Suity

ধরেন, আপনি আম খাচ্ছেন আর আম খেতে খেতে আপনার ছবি তোলার ইচ্ছে হল। তো এখন আপনাকে প্রথমে কি ঠিক করতে হবে? আপনি আসলে কার ছবি তুলতে চান। আপনি চাইলে আম, প্লেট, সামনে থাকা চামচ সব একসাথে নিয়ে ছবি তুলতে পারেন, আবার চাইলে শুধু আমের ছবি তুলতে পারেন।

আপনি যে জিনিসের ছবি তুলতে চান তাই হল আমাদের সাবজেক্ট। সাবজেক্ট হিসাবে কাকে রাখবেন তা একেবারে আপনার ব্যাপার। সাবজেক্ট হতে পারে একজন মানুষ, হতে পারে ফুল, আম বা আম খাওয়ার জন্য ব্যবহার করা

চামচ। মানে আপনি যার ছবি তুলছেন, সেই হচ্ছে আপনার সাবজেক্ট।

এরপর আপনাকে চিন্তা করতে হবে আপনি ছবিতে কিভাবে আপনার সাবজেক্টকে রাখবেন বা ছবিতে এলিমেন্টগুলোকে (ছবিতে থাকা জিনিসপত্রকে) কিভাবে সাজাবেন। এই সাজানোর জিনিসটাই হচ্ছে কম্পোজিশন।

ছবি তোলা আসলে পুরাটাই রান্নার মত একটা ব্যাপার। কি রান্না করবেন, কি পরিমানে মশলা-পাতি দিবেন তা আপনার ব্যাপার। তবে আপনার এই মশলার পরিমানের উপরই নির্ভর করবে রান্না কেমন হবে।

ছবি তোলার ক্ষেত্রে কম্পোজিশন হল এই রান্নায় মশলার পরিমানের মত। সঠিক পরিমানে হলে রান্না যেমন অসাধারন হয়ে উঠবে, একইভাবে, কম্পোজিশন ভাল হলে ছবি হয়ে উঠবে অসাধারন। ছবি তোলার ক্ষেত্রে ভাল দৃশ্যের বা সুন্দর জিনিসপত্রের কোন প্রয়োজন নেই। ভাল কম্পোজিশনই, মানে ছবির জিনিসগুলোকে ভালোভাবে সাজাতে গুছাতে পারা ছবিকে করে তুলবে অসাধারণ।

খুব সহজ কথায় বলতে গেলে, ছবিতে বা ফ্রেমে কি কি থাকবে, কিভাবে থাকবে, মানে

কিভাবে সাজানো থাকবে, তাই হচ্ছে কম্পোজিশন।

আমরা হয়ত অনেক সময় খেয়াল করেছি, আমাদের কাছে হয়ত অনেক সুন্দর একটা জায়গা আছে, কিন্তু আমরা ছবি তুলতে গেলে ছবি ভাল হচ্ছে না, আবার অন্য কেউই সেই একই জায়গার ছবি তুলছে অসাধারণভাবে।

তাহলে আমাদের ছবি ভাল হচ্ছে না কেন? কেন আরেকজনের ছবি আমাদের কাছে অসাধারণ লাগছে?

একটা ভাল ছবি দেখে হয়ত আমাদের মনে হচ্ছে “আরে ! এই ছবি তো আমিও তুলতে পারতাম, এইভাবে যে তোলা যাবে তা আগে

খেয়াল করিনি”-এই জিনিসটা আসলে হচ্ছে ছবির কম্পোজিশনের কারনে।

প্রথমে ভাল কম্পোজিশন টেকনিক না জানার কারনে অনেক ফটোগ্রাফারের ছবি ভাল হয় না। কম্পোজিশন যাতে ভাল হয়, আমাদের ছবিতে আমরা যাতে আমাদের সাবজেক্ট আর বাকী জিনিস ভালোভাবে সাজাতে পারি, তাই আমরা কিছু রুল ফলো করব। প্রথমদিকে খেয়াল রাখতে অসুবিধা হলেও, এসব রুল ফলো করলে আমাদের ছবি হয়ে উঠবে অসাধারণ।

আর একটু খেয়াল করলেই দেখব, ভাল ফটোগ্রাফারের সব ছবি ই কিন্তু এইসব রুল

ফলো করে। আর ছবি তুলতে তুলতে এইসব রুল মেনে ছবি তুলতে আমরা অভ্যস্ত হয়ে যাব।

ভাল কম্পোজিশন শিখতে পারা কিন্তু বলতে গেলে ভাল ছবি তোলার অর্ধেক। ভালো ছবির জন্য কিন্তু জটিল কম্পোজিশনের কোন দরকার নেই। সিম্পল কম্পোজিশনের মাধ্যমেই আমাদের ছবি হতে পারে অসাধারণ।

আমরা এই বই পড়তে পড়তে আস্তে আস্তে কিছু বেসিক নিয়ম বা রুল শিখতে থাকব, দেখব কোথায় একটা রুল কাজ করে, আবার দেখব কিভাবে আমরা রুল ভেঙ্গেও ছবিকে অসাধারণ করতে পারি।

কম্পোজিশন সিম্পল রাখা
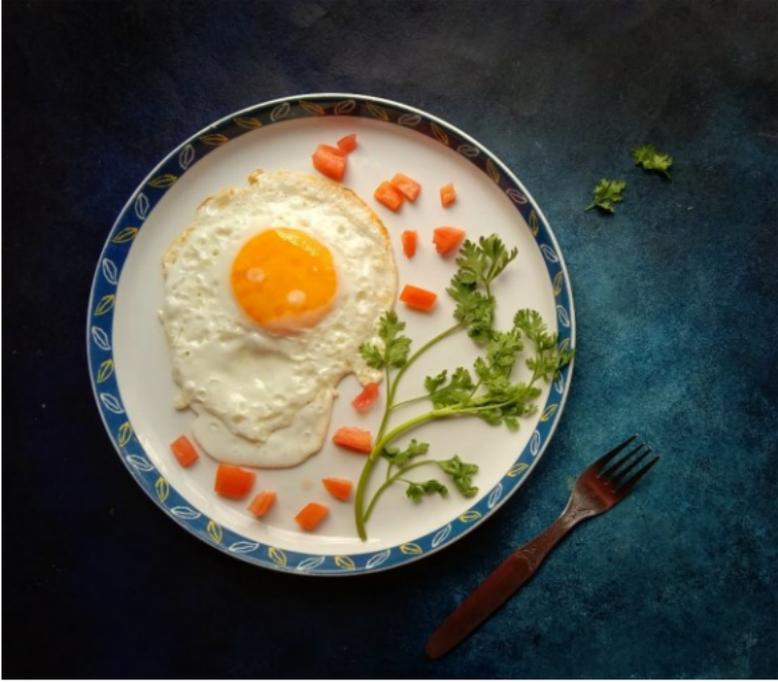
আমাদের ছবিতে কোন জিনিসটা থাকলে আসলে ছবিকে ভালো লাগবে? যত বেশি

Photo Courtesy- Nowshin Zaman

জিনিস ছবি তত ভাল? আশা করি আমরা যারা ইতিমধ্যে দুই একটা ছবি তুলেছি, তারা এটা বুঝতে শুরু করেছি যে, দুনিয়ার সব কিছু, হাবিজাবি যত জিনিস আছে, তাদের সবাইকে ছবিতে না এনে, আকর্ষনীয় ভাবে জিনিসপত্র ছবিতে রাখতে পারলেই ছবি অসাধারণ হয়ে উঠে।

আমরা ছবি তোলার সময় চেস্টা করব, যেন কম্পোজিশন থাকে সিম্পল। কম্পোজিশন সিম্পল না হয়ে অনেক জটিল হলে, ফ্রেমে অনেক জিনিস থাকলে, দর্শকের চোখ সাবজেক্ট বরাবর না থেকে পুরো ফ্রেম জুড়ে ঘুরতে থাকে, যা আমাদের কাম্য নাও হতে পারে।

ছবিকে অনেক বেশি জিনিস দিয়ে জটিল করে ফেলায় ছবি দেখতেও হবে হিজিবিজি, দেখতে হবে দৃস্টিকটু।

দৃশ্য বা কম্পোজিশন সিম্পল হলে আমাদেরকে এই বিষয় নিয়ে এত চিন্তা করতে হবে না। ছবিতে সাবজেক্টই থাকবে আকর্ষনের কেন্দ্রবিন্দু। আর এই সিম্পল কম্পোজিশনের মাধ্যমেই আমরা পারব সরাসরি সাবজেক্টের কাছে দর্শককে পৌছে দিতে।

আমাদের ছবি তোলার মূল লক্ষ্য কিন্তু একটা জিনিসকে দর্শকের সামনে আকর্ষনীয় ভাবে তুলে ধরা। আমাদের দর্শক জানেই না যে আমাদের ছবি তোলার পরিবেশ, তা থেকে

আমরা কি কি বাদ দিয়েছি। তাই একটা ভালো ছবি তুলতে গিয়ে আমাদের আশেপাশের কিছু জিনিস বাদ পরে গেলেও আমাদের এত চিন্তা করার কিছুই নেই।

রুল অফ থার্ড

জন থমাস স্মিথ এক রাতে বসে বসে ছবি আঁকছেন। ছবিগুলো তার পছন্দ হচ্ছে না। সাবজেক্টকে একবার বামে আরেকবার ডানের পাশে রেখে ছবি আঁকলেন। না, বেশি পাশে চলে গেছে। একপাশে চলে যাওয়ায় ফোকাস ঠিকভাবে হয়নি। আবার ছবি আঁকলেন। তবে এবার সাবজেক্টকে রাখলেন মাঝখানে। না এবার ও ভাল লাগল না তার কাছে। ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছা করছে ছবিগুলি। মাথা পুরোপুরি খারাপ হয়ে গেছে স্মিথ সাহেবের। না! ছবি ঠিকভাবে না আঁকতে পারলে তার ঘুম ও হবে

না ভাল মত। ছবি আঁকা বাদ দিয়ে তিনি চিন্তা করতে লাগলেন কিভাবে ছবি আকলে তিনি ফোকাস ঠিকভাবে সাবজেক্টে রাখতে পারবেন। উনি দেখলেন, কোন ফ্রেমকে উনি যদি সমান তিন ভাগে লম্বা-লম্বি আর তিন ভাগে পাশা-পাশি ভাগ করেন তাহলে নিচেরটার মত যে নয়টা ঘর হয়,

তাতে ভাগ গুলার ছেদবিন্দু বরাবর কোন জিনিস রাখলে তাতে ফোকাস হয় সবচেয়ে বেশি।

মানে, নিচের লাল দাগ দেওয়া বিন্দু গুলোতে আমাদের ফোকাস থাকে সবচেয়ে বেশি।
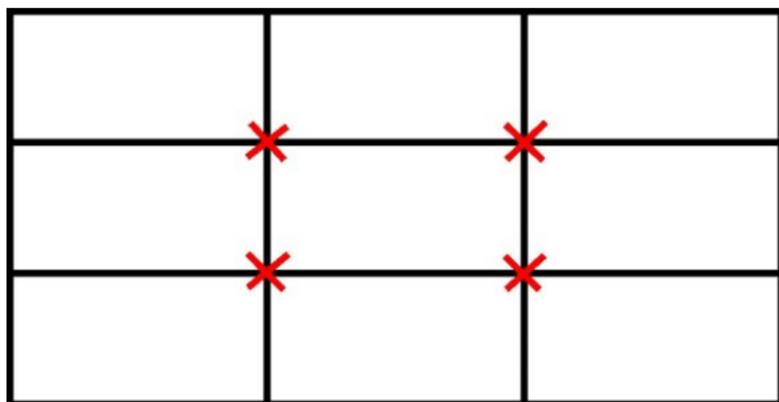
উনি আঁকলেন। উনার পছন্দ হল। মনের সুখে ঘুমাতে গেলেন। আর আমরা পেয়ে গেলাম রুল অফ থার্ড।

এইখানে অনেকের প্রশ্ন থাকতে পারে, একটা রুল, ছবি আকার জন্য যেইটা ব্যবহৃত হয়, সেইটা আমরা এইখানে কেন ব্যবহার করব?

আসলে এই রুলটা এই জিনিস নিয়ে কাজ করে যে ছবির কোথায় একটা জিনিস থাকলে সেইটা দেখতে সবচেয়ে ভালো লাগবে। রং তুলি দিয়ে ছবি আঁকা আর ক্যামেরা দিয়ে ছবি আঁকার উদ্দেশ্য কিন্তু এক। যে দেখবে তার কাছে ভাল লাগানো। একটা ছবি দেখে যদি

দর্শকের কাছে ভালো না লাগে, তাহলে ছবিটা তোলার নিশ্চয়ই কোনো মানে হয় না।

আর অংকনের জন্য যেইটা ব্যবহৃত হয় সেইটা এইখানে ব্যবহার করব না এটা কোনো কথা হতে পারে না। চাল দিয়ে ভাত রেধে খাই বলে যে সেই চাল দিয়ে পিঠা বানিয়ে খেতে পারব না, তা নিশ্চয়ই হতে পারে না।
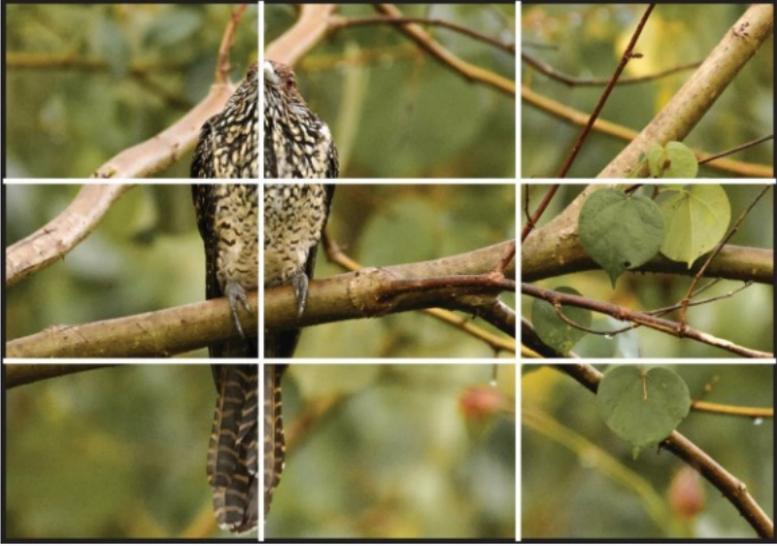
ফটোগ্রাফিতে প্রথমদিকে সবার এইটা বুঝতে সমস্যা মনে হতে পারে যে, যার বা যে জিনিসের (তা হতে পারে মানুষ, ফুল বা যেকোন কিছু) ছবি তুলব, মানে আমাদের সাবজেক্ট, কিভাবে রাখলে সাবজেক্টে ফোকাস

Photo Courtesy- Uwais Mohideen

থাকবে সবচেয়ে বেশি। এজন্যই রুল অফ থার্ড, যা মেনে আমরা আমাদের সাবজেক্টকে গ্রিডের ছেদবিন্দুতে রাখার চেস্টা করব।

আমরা হয়ত খেয়াল করেছি যে, আমরা ছবি তোলার সময় আমাদের সাবজেক্ট বা মডেলকে যদি ফ্রেমের একেবারে মাঝামাঝি বা একেবারে পাশে রেখে দেই, তাহলে ছবি দেখতে এতটা ভালোলাগে না। যে জায়গায় মডেলকে রাখলে মডেল সবচেয়ে বেশি ফোকাসে থাকবে, তা আমরা ঠিক করব এই রুল অফ থার্ড দিয়ে।

আমরা হয়ত চিন্তা করছি, ছবি তোলার সময় এই জিনিসটা কিভাবে মাথায় রাখব, গ্রিডের হিসাব রাখতে হলে কি রুল দিয়ে মেপে মেপে ঠিক করতে হবে নাকি। আমাদের আসলে এত কিছু নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। সেটিংসে গিয়ে গ্রিড অপশনটা অন করে নিলেই হবে।
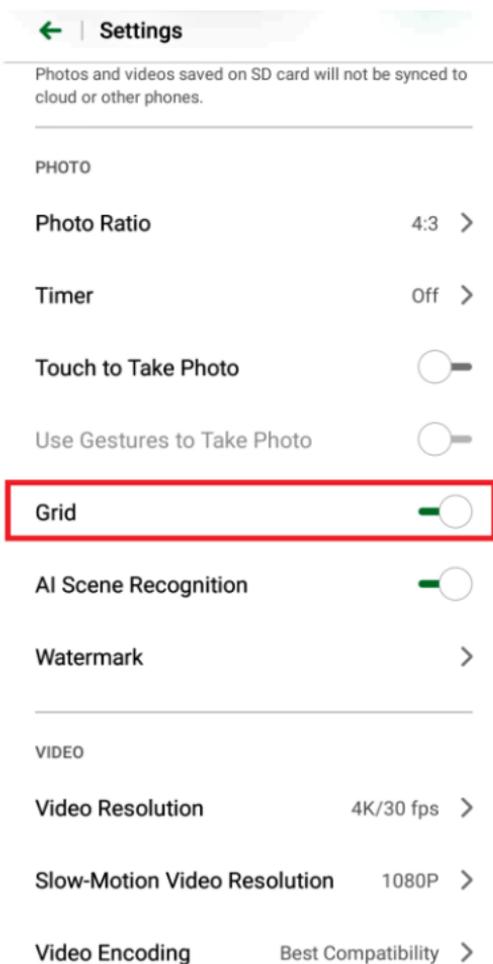
গ্রিড অন করে নেওয়ার পর আমরা নিশ্চয়ই স্ক্রিনে দাগ দেখতে পেয়েছি।

কোন পাহাড় বা সমুদ্র, বা কোন মানুষ, যখনই আমরা ছবি তুলব, আমরা এই রুল অফ থার্ড মেনে ছবি তোলার চেস্টা করব। আমাদের কাছে যদি দাঁড়িয়ে থাকা মানুষ থাকে, তাহলে আমরা চেস্টা করব, যেন আমরা আমাদের গ্রিডের লম্বা- লম্বি দুইটা ছেদ বিন্দু বরাবর আমাদের মানুষকে রাখতে পারি।

আমরা যখন ছবি তুলব, তখন আমরা অনেক সময় দেখব যে আমাদের কাছে আকাশ দেখতে ভাল লাগছে আবার অনেক সময় আমাদের কাছে আকাশের নিচের ছবিই ভালো লাগবে। এই সময় আমরা চেস্টা করব, যদি আকাশ দেখতে ভাল হয় তাহলে গ্রিডের ২/৩

আকাশ রাখতে আর, যদি আকাশ আমাদের কাছে ভালো না লাগে, তাহলে ছবি তোলার সময় ১/৩ আকাশ রাখতে। ছবিতে যেই জিনিসটা বেশি অংশ জুড়ে থাকবে, সেই অংশটা ছবিতে গুরুত্ব বেশি পাবে।

এসব ছবি তোলার সময় আমরা ছবিতে বিশেষ দরকার না থাকলে কখনো দিগন্তরেখা ছবির মাঝামাঝি রাখার চেস্টা করব না (আকাশ আর মাটির জন্য সমান জায়গা রাখব না)। তাহলে ছবি দেখতে ভাল লাগবে না।

রুল অফ থার্ড ভাঙ্গা

যখন আমরা আমাদের ছবিতে সিমেট্রি পাব (ছবির দুইপাশে দেখতে অনেকটা একইরকম হলে) বা রিফ্লেকশন পাব, তখন ছবির মাঝখানে আমাদের সাবজেক্ট রাখা যেতে পারে, তাহলে আমরা আমাদের ছবিতে ভালোভাবে জিনিসটা তুলে ধরতে পারব। নাহলে আমাদের ছবিতে সিমেট্রি ভালোভাবে বোঝা যাবে না।
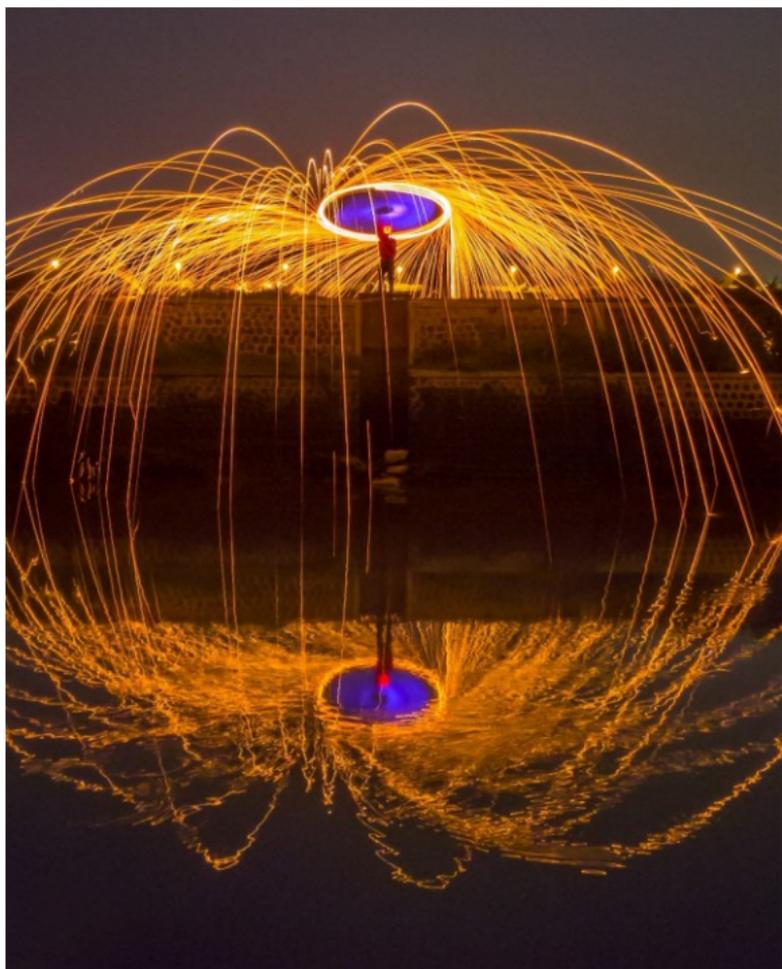
Photo Courtesy- Gamblis LLP

রুল অব ওড

ফটোগ্রাফির আর একটি রুল হল, রুল অফ অড বা বেজোড়ের নীতি। এই রুল অনুসারে, ফ্রেমে যদি সাবজেক্ট বিজোড় সংখ্যায় থাকে, মানে ১,৩,৫,৭ এইভাবে থাকে, তাহলে ছবিটা দেখতে সাবজেক্ট জোড় থাকলে যত ভালো লাগত, তার চেয়ে বেশি ভালোলাগে। আমরা চেস্টা করব, যেন আমরা ছবি তোলার সময় আমাদের সাবজেক্টের সংখ্যা বিজোড় রাখতে পারি।

আমাদের কাছে যদি কম সাবজেক্ট থাকে, তাহলে রুল অফ অড মেনে ছবি তোলা হলে আমাদের কাছে মাঝে থাকা জিনিসটা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পাবে, মানে, আমরা এই রুল অফ অড ব্যবহার করে কোনো জিনিসকে গুরুত্বপূর্ণ

Photo Courtesy- Lorendro Ahongsangbam (Imphal,Manipur)

হিসাবে আবার কোনো জিনিসকে কম গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে উপস্থাপন করতে পারব। জোড় সংখ্যায় যদি কোনো জিনিস থাকে তাহলে এই সুবিধা পাওয়া যাবে না। আমাদের কাছে যদি উপরের তিনটা ফুলের জায়গায় ২টা ফুল থাকত, তাহলে আমাদের মস্তিষ্ক দুইটাকে প্রায় সমান গুরুত্ব দিত।

ছবিতে লাইনের ব্যবহার

আমরা আমাদের ছবিতে কি চাই? যাতে দর্শকের ভালো লাগে, আমরা আমাদের সাবজেক্টের কাছে দর্শককে দ্রুত পৌছাতে পারি। নাকি? আমাদের ছবি যে দেখবে, সে যদি সহজেই বুঝতে পারে, আমরা আসলে ছবিতে কাকে দেখাতে চাইছি বা কাকে বোঝাতে চাইছি, তাহলে আমাদের ছবি দেখে দর্শকের ভালো লাগবে, ছবিটা হয়ে উঠবে দৃষ্টিনন্দন।

লিডিং লাইন

আমরা আমাদের ছবির দর্শকের দৃষ্টি নিয়ে খেলা করব। দর্শক কি দেখবে, কি দেখবে না, কোথায় ফোকাস করবে, কোথায় ফোকাস করবে না, সব আমরাই ঠিক করে দিব।

যেই লাইন গুলো আমাদের চোখ বা দৃষ্টিকে ছবিতে আমাদের সাবজেক্টের কাছে পৌছে দিবে, তাদেরকে আমরা বলব লিডিং লাইন।

লিডিং লাইন আমাদের সাবজেক্টে ফোকাস করতে সাহায্য করবে। লিডিং লাইন দিয়ে কোন সাবজেক্টে বা কোন এলিমেন্টের কাছে আমাদের দর্শককে পৌছে দেওয়া হবে অনেক

সহজ, এই লাইন আমাদের দৃষ্টিকে গাইড করবে।

আমরা যখন লিডিং লাইন ব্যবহার করব, তখন যদি আমরা ছবির পাশের দিক থেকে সাবজেক্টের কাছে লাইন দেখাই, তাহলে তা আমাদের জন্য সবচেয়ে ভালো হবে। কারণ, আমরা যখন ছবির দিকে তাকাই, তখন সাধারণত পাশ থেকে ছবির মাঝের দিকে তাকাই।

নিচের ছবি দেখলেই আশা করি বিষয়টা পরিস্কার হবে।

Photo Courtesy-Sayak Tarafder, Model– Subhadra Pal

আমরা ছবিটার দিকে তাকালেই নিশ্চয়ই বুঝতে পারি, এই রাস্তার পাশের লাইনগুলো লিডিং লাইন তৈরী করছে, যার কারণে আমাদের সাবজেক্টের কাছে পৌছানো সহজ হয়েছে।

Photo Courtesy- Anirban Pan

কোনো ছবিতে লিডিং লাইন না থাকলে আমাদের কাছে ছবিটাকে মনে হবে আগোছালো, দর্শকের জন্য ছবির সাবজেক্ট খুজে পাওয়া লিডিং লাইন থাকলে যেমন সহজ হত তেমন সহজ হবে না।

সবসময় আমাদের যে সোজা লাইন ব্যবহার করতে হবে তা কিন্তু না। আমরা আঁকা বাকা লাইনও ব্যবহার করতে পারব।

আমাদের মনের উপর বিভিন্ন ধরনের লাইনের প্রভাব

একজন ফটোগ্রাফারের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ছবিতে মনের ভাল যথাযথভাবে ফুটিয়ে তোলা। আমাদের সবার চেস্টা থাকবে, এমনভাবে ছবি তোলা যেন- “ছবি কথা বলে”। আমাদের আর ছবির দর্শকের মাঝে একমাত্র যোগাযোগের মাধ্যম হবে আমাদের তোলা ছবি। দর্শকের মনকে নিয়ন্ত্রন করতে হলে, আমাদের জানতে হবে, কোন জিনিস আমাদের বা দর্শকের মনে কি প্রভাব রাখে।

আনূভূমিক ও উলম্ব লাইন

আমরা আনূভুমিক আর উলম্ব লাইনের ব্যবহার করব মূলত শান্ত আর স্থির ভাব প্রকাশ করতে। আমরা উপরের ছবিটা দেখলে আশা করি এই শান্ত ভাব বুঝতে পারছি। আবার একটা উদাহরণ হিসাবে বলা যায় শান্ত সমুদ্রের

Photo Courtesy- Peter Zielinski

ছবি যখন তুলি তখন আকাশ আর সমুদ্রের মাঝে কিন্তু একটা আনুভুমিক লাইন তৈরি হয়। এই লাইনে কারনেই কিন্তু সমুদ্রের শান্তভাবটা ফুটে উঠে। আর এই লাইন আর না থাকলে শান্ত ভাবটা ফুটিয়ে তোলা কঠিন হত ।

Photo Courtesy- Dominik Sala

আমদেরকে আনূভুমিক বা হরাইজন্টাল লাইন ব্যবহারের ক্ষেত্রে যে বিষয়টা মাথায় রাখতে হবে, তা হল, হরাইজন্টাল লাইন গুলো যেন ফ্রেমের সাথে ঠিকমত লেভেল করা থাকে। পরে ছবির এডিট করার সময় আমরা লাইন সোজা করতে পারলেও দেখব, আমাদের ফ্রেমের বা ছবির কিছু অংশ কাটা পরে গেছে, যার কারণে আমাদের ছবির সমস্যা হতে পারে। এক্ষেত্রে আপনার ক্যামেরার গ্রিডলাইন আপনাকে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করবে।

Photo Courtesy- Motojw photography
Photographer-Jason Wiegand

আমাদের ছবিতে আনূভুমিক লাইন, তা হোক সমুদ্রের তৈরি, বা অন্য কিছু দিয়ে, না থাকলে আমাদের ছবি থেকে একটা শান্ত ভাব কমে যাবে বা শান্ত ভাব বোঝা যাবে না। যা আমরা উপরের এই ছবি দেখে হয়ত খুব ভালো ভাবেই বুঝতে পারছি।

এখানে হয়ত অনেকের প্রশ্ন থাকতে পারে যে, আমাদের ছবিতে লাইন না থাকার পরেও তো ছবিটা সুন্দর হয়েছে। তাহলে লাইনের এই অংশটা পড়ার মানে কি?

আচ্ছা, আমরা একটু চিন্তা করি, আমাদের ছবি কে সুন্দর বা অসাধারণ করতে হলে কি

আমাদের ছবিতে শান্ত ভাব আনতে হবে? এর উত্তর নিশ্চয়ই না। আমাদের ছবির শান্ত একটা ভাব আমাদের ছবির দর্শকের মনকে শুধুমাত্র শান্ত করবে। এই কারনে আমাদের শান্ত সমুদ্রের ছবি দেখতে ভালো লাগে। আবার আমাদের এইটাও মনে রাখা দরকার, মানুষ কিন্তু ভয়ঙ্কর ঝরণা বা সমুদ্রে এডভেঞ্চারও পছন্দ করে। আমরা এই বইয়ে এই জিনিসটাই শিখব, যে কিভাবে আমরা একটা জিনিসকে ব্যবহার করতে পারি, ছবিতে কোন জিনিসটা আমাদের ছবির দর্শকের মনে কোন অনুভূতি দিবে।

কোন ছবিতে আমরা যখন কোন কিছুর শক্তিমত্তা, ক্ষমতা, বিশালত্ব এগুলো প্রকাশ করতে চাইব, তখন আমরা ব্যবহার করব উলম্ব লাইন। উলম্ব লাইন কোন ছবিতে খুব ভালভাবে সাবজেক্টের ক্ষমতা ফুটিয়ে তুলবে। আবার উলম্ব লাইনও আমাদের ছবিতে একটা শান্তভাব এনে দিতে পারে।

কার্ভ লাইন বা বক্র রেখা

কার্ভ লাইন ফলো করতে মস্তিষ্কের অনেক সময় লাগে। তাই আমরা যদি চাই ছবি যে

Photo Courtesy- Motojw photography
Photographer-Jason Wiegand

দেখবে সে ছবিটা অনেকক্ষন ধরে দেখুক, তাহলে আমরা এই লাইনের সাহায্য নিব। এই লাইন একজন দর্শককে অনেকক্ষণ ধরে ছবি দেখতে বাধ্য করবে। এর মাধ্যমে একটা বক্ররেখা বরাবর দর্শকের চোখকে গাইড করানো যায়।

আমরা ছবি তোলার সময় একটু খেয়াল রাখলেই, এমন অনেক লাইন পেয়ে যাব।

তীর্যক রেখা বা ডায়াগোনাল লাইন

তীর্যক লাইন বা ডায়াগোনাল লাইন দিয়ে আমরা সাবজেক্টের গতিশীলতা প্রকাশ করতে পারব, পারব কোনো একটা ছবিকে প্রানবন্ত করে তুলতে।

আনূভুমিক আর উলম্ব লাইন যেখানে আমাদের ছবিতে একটা শান্তভাব এনে দিবে, এইখানে এনে দিবে গতিশীলতা।

আমরা কোন জিনিসকে সাধারনত বাম থেকে ডানে দেখতে অভ্যস্ত। এই কারনে ডায়াগোনাল লাইন ব্যবহার করার সময় বাম থেকে ডানের দিকে ছড়িয়ে পরা লাইন ব্যবহার আমাদের জন্য সুবিধাজনক হবে।

উপরের ছবিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি, কিভাবে আমরা আমাদের সাবজেক্ট, বা পাখি এবং পাখির পাখা ব্যবহার করে আমাদের কাংখিত ডায়াগোনাল লাইন বা তীর্যক রেখা তুলে ধরতে

Photo Courtesy– **陳慶隆 (Chen Chin Lung)**

পেরেছি, যা আমাদের ছবিতে গতিশীলতা ফুটিয়ে তুলেছে, ছবিকে করে তুলেছে প্রানবন্ত।

আমাদের কাছে ডায়াগোনাল লাইন না থাকলে আমরা আমাদের সাবজেক্ট বা মডেলের বসার ভঙ্গি এবং আমাদের ক্যামেরা এঙ্গেল পরিবর্তন করে ডায়াগোনাল লাইন বানিয়ে নিতে পারি।

Photo Courtesy- Md.Ratul

রুল অফ স্পেস

স্পেস বা জায়গা নিয়ে জানার আগে আমরা পজিটিভ আর নেগেটিভ স্পেস কি জিনিস তা জানলে আমাদের জন্য সুবিধা হবে। ছবিতে যে

Photo Courtesy-Uwais Mohideen

জায়গায় সাবজেক্ট থাকে বা দেখার মত জিনিস থাকে, কোন কাজ বোঝা যায়, তাকে আমরা বলব পজিটিভ স্পেস। আর ছবির যে অংশ খালি থাকে, মানে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড, যেখানে আমরা তেমন কাজ ফুটিয়ে তুলব না, তাকে আমরা বলব নেগেটিভ স্পেস।

ধরি আমার এক বন্ধু মাঠে দৌড়াদৌড়ি করছে, আর আমি তার ছবি তুলছি, তার মানে, ছবিতে যেই জায়গা জুড়ে সে আছে, তা হবে আমাদের পজিটিভ স্পেস, আর সে ছাড়া যে বাকি মাঠটা থাকবে, তা হবে আমাদের নেগেটিভ স্পেস। উপরের ছবিতে ডলফিনটা যেই জায়গায়

আছে, তা হচ্ছে আমাদের পজিটিভ স্পেস আর বাকিটা নেগেটিভ স্পেস।

ছবিতে আমাদের সাবজেক্টের সামনের দিকে বা সাবজেক্ট যেইদিকে তাকিয়ে আছে সেইদিকে যদি আমরা নেগেটিভ স্পেস রাখি, সাবজেক্টের পিছনে না রেখে, তাহলে আমাদের ছবিতে গতিশীলতা ফুটে উঠবে যথাযথভাবে, আর দেখতেও ভালো লাগবে। যা উপরের ছবিটার দিকে তাকালেই আমরা বুঝতে পারছি।

কিছুক্ষণ আগে আমি আমার এক বন্ধুর কথা বলেছিলাম, যে দৌড়াদৌড়ি করছিল। এই

জিনিসটার ছবি তোলার সময় যদি আমি , সে যেই দিকে দৌড়ে যাচ্ছে, সেদিকে খালি যায়গা বেশি রাখি, মানে আমাদের সাবজেক্টের সামনের দিকে বা মুখের দিকে, তাহলে ছবিটা আমাদের কাছে ভালো লাগবে, দেখে সাবজেক্টের কাজটা বোঝা যাবে।
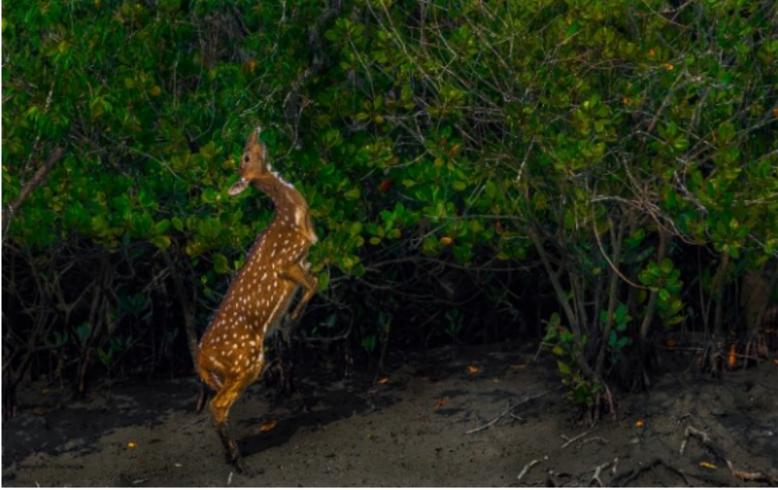
আমরা যদি এমন একটা ভাব প্রকাশ করতে চাই, যে আমাদের সাবজেক্ট কোনো জিনিস থেকে দূরে চলে যাচ্ছে, এমন জিনিস প্রকাশে, আমরা সাবজেক্টকে ডানে আর যার থেকে দূরে চলে যাচ্ছে তাকে বামে রাখব, সাবজেক্টের

Photo Courtesy–Satyaki's Photography Photographer– Satyaki Naha

মুখের দিকে নেগেটিভ স্পেস না রেখে তার পেছনে রাখব। তাহলেই আমাদের ছবিতে এই দূরে চলে যাওয়ার কাজটা সবচেয়ে ভালোভাবে বোঝা যাবে।

একটা উদাহরণ দিলে জিনিসটা আরো পরিস্কারভাবে বোঝা যাবে।

আমি আমার এক বন্ধুর ছবি তুলছিলাম,যে এতক্ষণ একটা গাছের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল, এখন সে গাছটা থেকে দূরে চলে যাচ্ছে। এই সময় আমি চাইলাম তার এই গাছকে পিছনে রেখে চলে যাওয়ার জিনিসটার একটা ছবি তুলতে। আমি কিভাবে তুলব?

এইসব ছবি তোলার সময়, গাছকে বামে রেখে, যার ছবি তুলছি তাকে ডানদিক দিয়ে ফ্রেমের বাইরে চলে যাচ্ছে এমন একটা ছবি তুললে জিনিসটা সবচেয়ে ভালো লাগবে।

আরেকটা কথা এখানে বলে রাখা দরকার, তা হল, আমরা আমাদের ছবিতে অনেক বেশি নেগিটিভ স্পেস আর একেবারে কম পজিটিভ স্পেস রেখে কিন্তু একাকিত্ব আর ক্ষুদ্রতার ভাব জাগাতে পারি।

প্যাটার্ণ

আমরা কোন জিনিসে সাধারণত প্যাটার্ণ দেখতে পছন্দ করি, প্যাটার্ণ থাকলে আমাদের কাছে ছবিকে লাগে আরো আকর্ষণীয়।

ফটোগ্রাফিতে আমাদের চেস্টা থাকবে, যেন কোন জিনিসকে যেভাবে দেখতে আমাদের কাছে ভালো লাগে, সেইভাবে তুলে ধরতে পারি। তাই আমাদের সবসময় চেস্টা থাকবে, যেন আমরা ছবিতে প্যাটার্ণ ব্যবহার করতে পারি।

আমাদের মস্তিষ্ক সবসময় বিভিন্ন জিনিসে প্যাটার্ণ খুজতে চেস্টা করে, কোন ছন্দ খুজতে চেস্টা করে। আমরা যদি আমাদের ছবিতে

প্যাটার্ণ ব্যবহার করি, আমাদের মস্তিস্ক ছবিতে ছন্দ খুজে পাবে। এই কাজে আমাদের সাহায্য করবে কোনকিছুর রিপিটেশন বা কোন কিছু বার বার ব্যবহার হওয়া।

আমরা রং, টেক্সচার, লাইন এগুলো ব্যবহার করেও প্যাটার্ণ তৈরী করে নিতে পারি।

ছবিতে রিপিটেশনের ব্যবহার

আচ্ছা আমরা সবাই নিশ্চয়ই গান শুনতে খুব পছন্দ করি। আমরা কি কখনো চিন্তা করেছি, আমাদের কাছে একটা গান বা এর সুর কেনো ভালো লাগে?

একটু খেয়াল করি, গানের সুরে একটা রিপিটেশন থাকে। এক লাইনের সাথে অন্য লাইনের সুরের একটা মিল থাকে। যদি গানের এক লাইনের সুরের সাথে অন্য লাইনের সুরের মিল না থাকত, সুর গুলো কাছাকাছি না থাকত, তাহলে কি আমাদের কাছে গান ভালো লাগত? নিশ্চয়ই আমাদের কাছে তেমন ভালো

লাগত না। এই মিল থাকার ব্যাপারটা কিভাবে কাজ করে?

পর পর লাইনগুলোতে একই রকম জিনিস বার বার আসছে। রিপিটেশন বা পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। তাই আমাদের কাছে গান বা কবিতা ভাল লাগছে। আমরা যখন ছবি তুলব, তখন যদি আমরা আমাদের ছবিতে কোনোভাবে রিপিটেশন নিতে আসতে পারি, তাহলে তা দেখতে আমাদের ভালো লাগবে।

গানের ক্ষেত্রে সুর যেভাবে কাজ করে, ছবির কম্পোজিশনের ক্ষেত্রে রিপিটেশনের কাজও কিন্তু একই রকম। যেকোন জিনিসের রিপিটেশন, যেমন রং, রেখা, টেক্সচার, যাই

হোক না কেন, একটা প্যাটার্ণ বানায়, আর এই প্যাটার্ণের কারনে কোন জিনিস দেখতে আমাদের আকর্ষণীয় লাগে।

আবার অনেকসময় রিপিটেশন ব্যবহার করে আমরা একেবারে অন্য কোন তথ্য তুলে ধরতে পারি।

উপরের ছবিটাতে আমরা রিপিটেশন দেখতে পাই। একটু চিন্তা করি, টিউবের রিপিটেশনের কারণে আমরা কি বুঝতে পারছি?

আবার, যদি আমরা কাউকে একটা টিউব নিয়ে দেখি, তাহলে তা আমাদের কাছে নিশ্চয়ই

Photo Courtesy- Zaw Naing

আলাদা একটা অর্থ প্রকাশ পাবে মানে তাকে দেখে তখন পর্যটকের মত লাগবে, যা উপরের ছবির মানুষদের দেখে মনে হচ্ছে না। এই জায়গায় টিউবের রিপিটেশন আমাদের কাছে একেবারে আলাদা কথা প্রকাশ করছে।

প্যাটার্ন ভাঙ্গা

আমাদের কাছে যদি কোনো প্যাটার্ণ থাকে, তাহলে আমরা আমাদের প্যাটার্ণ ভেঙ্গে একটা জিনিসে অনেক বেশি গুরুত্ব দিতে পারি। আমাদের মস্তিষ্ক সাধারণত প্যাটার্ণ পছন্দ করে। এই প্যাটার্ণ যদি আমরা ভেঙ্গে দেই, তাহলে প্যাটার্ণের ভাঙ্গা অংশ আমাদের মস্তিষ্ক সবচেয়ে বেশি খেয়াল করে, এই জিনিসটাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়।

উপরের ছবিটার দিকে তাকালে আমরা এই জিনিসটা আশা করি খুব ভালোভাবে বুঝতে পারব, যে সবার আগে প্যাটার্ণের ভাঙ্গা অংশ আমাদের নজরে আসবে।

Photo Courtesy- Nahid Hasan, Model- Mahfuza Nawkashi

আমাদের যখন দরকার হবে একজাতীয় জিনিসের মধ্যে কোন একটা জিনিস জোর দিয়ে তুলে ধরার, তখন যদি আমাদের কাছে প্যাটার্ণ থাকে, তবে আমরা চেস্টা করব, যেন আমরা প্যাটার্ণ ভেঙ্গে আমাদের মূল জিনিসটাকে জোর দিয়ে বোঝাতে পারি।আমরা যে সবসময় এই প্যাটার্ণ ভাঙ্গার জিনিসটা আগে থেকেই রেডি করা অবস্থায় পেয়ে যাব তা কিন্তু না। অনেকসময় আমাদের নিজেদের প্যাটার্ণ ভাঙ্গার কাজটা করে নিতে হবে।

ধরলাম, আমি মুদি দোকানে গিয়ে ছবি তুলছি। ক্যামেরার সামনে আছে অনেকগুলো সাদা ডিম। এই সময়, আমরা যদি একটা লাল ডিম

আমাদের সাদা ডিমগুলোর মধ্যে নিয়ে বসিয়ে দেই, তাহলে এই লাল ডিমটাই হয়ে যাবে আমাদের সাবজেক্ট, আমাদের কাছে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পাবে।

কিভাবে ছবি তুলব

মানুষ তাদের আশেপাশের জিনিসকে প্রতিদিন যেভাবে দেখে না, যেভাবে খেয়াল করে না, যেভাবে প্রতিদিনকার জিনিস নিয়ে ভেবে দেখে না, সেইভাবে আমরা যদি মানুষকে ভাবাতে পারি বা দেখাতে পারি, তাহলে আমাদের যেকোন ছবিই মানুষের কাছে লাগবে অসাধারণ। একটা ছবি তখনই আমাদের কাছে সবচেয়ে বেশি ভাললাগবে, যখন ছবি আমাদের কাছে সেইভাবে উপস্থাপন করা হবে, যেভাবে আমরা প্রতিদিন সাবজেক্টকে দেখে অভ্যস্ত নই।

আমাদের ছবি ভাল না হওয়া আরেকটা কারণ হচ্ছে, ছবি ঠিক জায়গা থেকে, ঠিক কোণে তুলতে না পারা। ছবি ঠিক জায়গা থেকে তুলতে না পারলে, ছবিতে সবকিছু ভালো হলেও ছবি দেখতে ভাল লাগবে না। আর ছবিতে সাবজেক্টের কাজও ঠিকমত ফুটিয়ে তুলতে এঙ্গেল ঠিক হতে হবে।

আমরা সাধারণত আমাদের আশেপাশের সব জিনিস উপরের ছবিটার মত আমাদের চোখের লেভেল থেকে দেখতেই অভ্যস্ত। যেহেতু আমরা আমাদের চেনা- পরিচিত জগৎটাকে

সবসময় এভাবে দেখি তাই, এইভাবে ছবি তোলা সাধারণত ছবিতে আলাদা আকর্ষণ তৈরী করবে না।

এজন্য, আমরা যদি আমাদের দেখার জায়গাটাতে সামান্য পরিবর্তন আনি, মানে উপরের ছবিটার মত আমাদের চোখের একটু

উপরে বা নিচে থেকে ছবি তুলি, তাহলে আমাদের কাছে আশা করি ছবিটা অনেক ভালো লাগবে।

আবার, আমরা যখন আমাদের চেয়ে ছোট, মানে কুকুর বিড়ালকে দেখি, তখন আমরা সাধারণত উপর থেকে তাকাই, মানে আমরা আমাদের থেকে ছোট কোনো প্রাণীকে উপর থেকে দেখে অভ্যস্ত। এই জন্য, আমরা যদি এইসব প্রানীর ছবি তোলার সময় একটু নিচু হয়ে ক্যামেরাটা তাদের চোখের লেভেলে ধরি, তাহলে আমাদের কাছে সেই ছবি উপর থেকে

তোলা ছবির চেয়ে বেশি আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে।

আবার আমরা যখন কোনো পাখির ছবি তুলব, তখন তার সমানে ক্যামেরা নিয়ে ছবি তোলা আমাদের কাছে নিচে থেকে তোলার চেয়ে বেশি ভালো লাগতে পারে।

আমরা মাটির কাছাকাছি বা আমাদের চোখের একটু উপরে রেখে ছবি তুলে দেখতে পারি কেমন লাগে, সাধারণত এঙ্গেল একটু পরিবর্তন করতে পারলে আমরা আমাদের ছবিকে করে তুলতে পারব অসাধারণ।

Photo Courtesy-Uwais Mohideen

আমরা যখন ছবিতে কোন জিনিসকে বিশাল আকারে তুলে ধরতে চাইব, তখনও ক্যামেরা নিচের দিকে রেখে ছবি তুলব। তাহলে আমাদের ছবিতে আমাদের সাবজেক্টকে বিশাল আকারে ফুটিয়ে তোলা সহজ হবে।
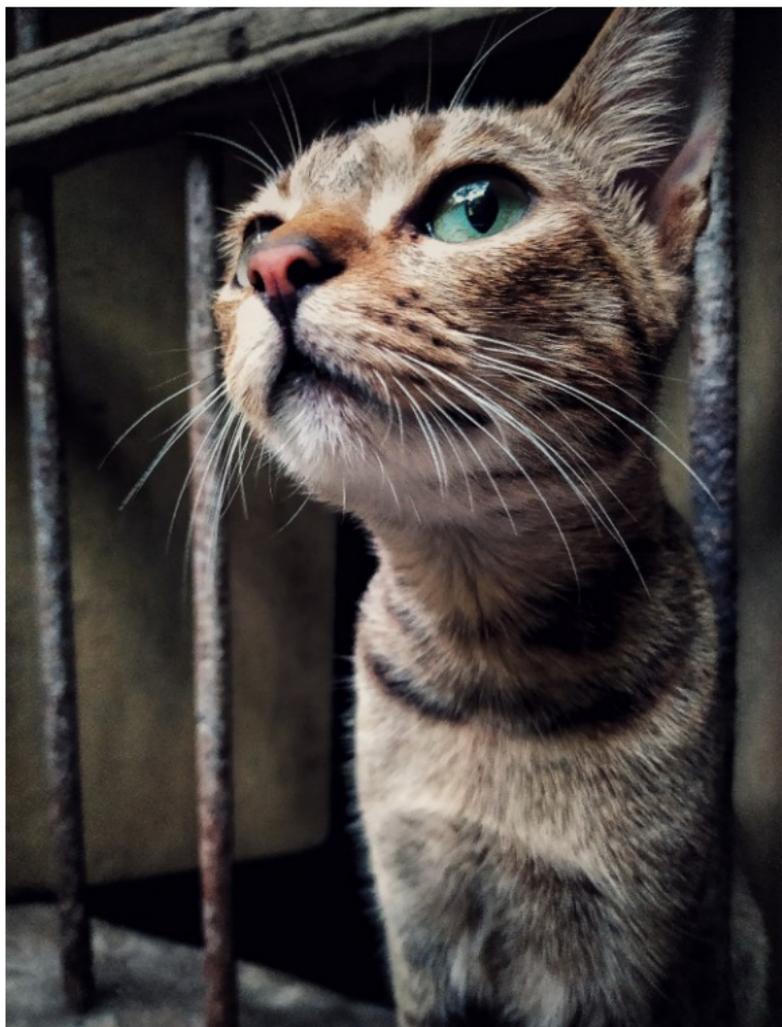
Photo Courtesy- Anuska Ghosh

ফোর্সড পারস্পেক্টিভ

Photo Courtesy- Rizu Ahmed

ছবি একটা ২ মাত্রিক জিনিস। আমরা যদি আমাদের ক্যামেরা ধরার এঙ্গেল একটু পরিবর্তন করি আর আমাদের সাবজেক্টকে একটু সামনে পিছনে করি, তাহলে আমরা আমাদের ছবিতে আমাদের মানুষ বা অন্য জিনিসগুলোকে ছোট- বড় বা সামনে পিছনে করে তুলে ধরতে পারব, যা আমাদের কাছে অনেক আকর্ষনীয় মনে হতে পারে।

Photo Courtesy: Sanzila Haque, Model: Tanzila Haque

ছবিতে ব্যালান্স

ব্যালান্স বলতে আমরা সাধারণত কি বুঝি? কোনো জিনিসের দুইপাশে সমান জিনিস থাকা, নাকি? ফটোগ্রাফিতেও আমরা ব্যালান্স বলতে বুঝব, আমাদের ছবির বা ফ্রেমের দুইপাশে দেখার মত সমান বা প্রায় সমান জিনিস থাকা। দেখার মত জিনিস? সেইটা আবার কি? আমরা যখন রুল অব স্পেস পড়ছিলাম, তখন আমরা পজিটিভ স্পেস নিয়ে জেনেছিলাম। আমরা যার বা যে জিনিসের ছবি তুলছিলাম সহজভাবে বলতে গেলে তাই আমাদের সাবজেক্ট। এই জিনিসটাকেই আমরা

দেখার মত জিনিস বলব, এই জিনিসটা দিয়েই ছবির বিভিন্ন অংশে ব্যালান্স করব।

আমরা যখন কোন ছবি তুলব, তখন যদি আমরা আমাদের সাবজেক্টকে ফ্রেমের একপাশে রাখি, আবার সাবজেক্টেরও গতিশীলতা না থাকে, অন্যপাশে একেবারে খালি রাখি তাহলে কি হবে? অন্যপাশে নিশ্চয়ই দেখার মত তেমন কিছু থাকবে না, আর দর্শক দেখার আগ্রহ হারাবে।

আমরা চেস্টা করব, যেন দেখার মত জিনিসগুলোকে আমরা পুরো ফ্রেম জুড়ে ছরিয়ে রাখতে পারি। নাহলে ছবি দেখতে ভাল লাগবে

না। পুরো ফ্রেম জুড়ে এইভাবে দেখার মত জিনিস গুলো ছড়িয়ে দেওয়া আমাদের ছবিকে করে তুলতে পারে আরো আকর্ষনীয়।

ছবিতে ব্যালান্স দুই ধরনের হতে পারে। যেমন ফর্মাল ব্যালান্স আর ইনফর্মাল ব্যালান্স।

ফর্মাল ব্যালান্স
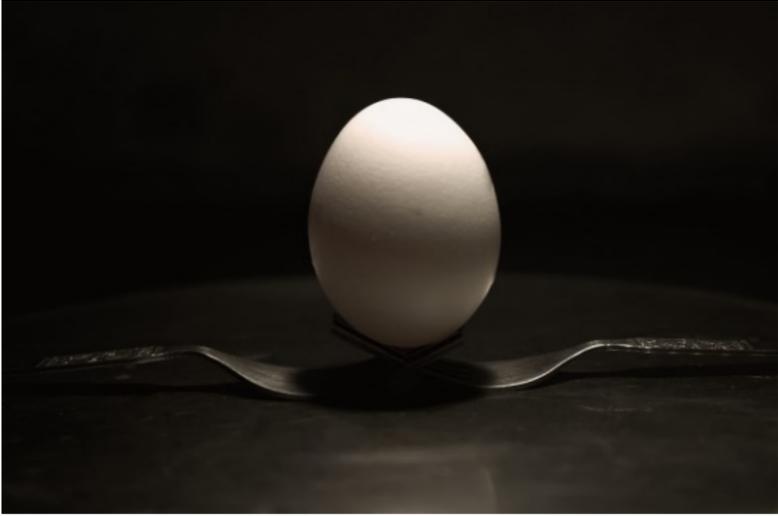
সিমেট্রিক্যাল ব্যালান্সকে আমরা বলব ফর্মাল ব্যালান্স। সিমেট্রি কি জিনিস, তা নিয়ে অনেকের পরিষ্কার ধারণা নাও থাকতে পারে। আমাদের তোলা ছবি দেখে যদি আমাদের

Photo Courtesy- Sankar Deshmukh

এমন মনে হয়, যে ছবির এক অংশ, অপর অংশ আয়নায় দেখলে যেইরকম দেখাবে ওইরকম, তাহলে আমরা সেই ছবিকে বলব সিমেট্রিক্যাল বা প্রতিসম। কোন ছবি তোলার সময় আমাদের কাছে যদি দুইটা একই রকমের জিনিস থাকে, তাহলে ফ্রেমে দুই পাশে তা রেখে দেওয়া আমাদের জন্য ভাল কাজ করতে পারে। আমাদের তোলা ছবির দুইপাশে দেখতে যদি প্রায় একই রকম হয় , তখন আমরা তাকে বলব ফর্মাল ব্যালেন্স।

ছবিতে সিমেট্রির ব্যবহারঃ

ছবিতে সিমেট্রির ব্যবহার ছবিকে অসাধারণ করতে পারে। মানুষ সাধারণত সিমেট্রি দেখতে পছন্দ করে। একটু চিন্তা করলেই আমরা দেখব, আমাদের কাছে হয়ত পানিতে রিফ্লেকশন বা ওইরকম প্রতিসম জিনিস দেখতে ভালো লাগে।

কেন ভালো লাগে? কারণ রিফ্লেকশন ছবিতে সিমেট্রি আনে। ছবিতে সিমেট্রি থাকলে তা ফর্মাল ব্যালান্সের কাজ করে।

আমরা এমন অনেক জায়গাই পাব, যেখানে সিমেট্রি আছে। আমরা একটু খেয়াল করলেই

Photo Courtesy- Ricardo Silva

দেখতে পাব, মানুষের মুখের এক অংশ কিন্তু অন্য অংশ আয়নাতে দেখলে যেমন দেখাবে একেবারে সেইরকম।

যেই জায়গায় দর্শক সিমেট্রি আশা করে না, সেখানে সিমেট্রির ব্যবহার ছবিকে করে তুলবে অসাধারণ।

ফর্মাল ব্যালান্স নিয়ে কাজ করার সময় আমাদের একটা জিনিস মাথায় রাখা প্রয়োজন, ছবিতে যদি দেখার মত কিছুই না থাকে, তাহলে আমাদের ছবি দেখতে কিছুটা বিরক্তিকর লাগতে পারে।

আমরা যখন ছবিতে সিমেট্রি বা প্রতিফলন নিয়ে কাজ করব বা সিমেট্রির ছবি তুলব, তখন চেষ্টা করব, যেন আমরা দুই আমাদের আসল জিনিস আর প্রতিফলনকে সমান জায়গা দিতে পারি।

ইনফর্মাল ব্যালান্স

ইনফর্মাল ব্যালান্সের ক্ষেত্রে আমরা দুইটা আলাদা জিনিস নিয়ে ব্যালান্স করার চেস্টা করব। যেহেতু এইখানে দুইটা আলাদা আলাদা জিনিস দিয়ে আমরা ব্যালান্স করব, তাই আমরা এই ধরণের ব্যালান্সকে বলব ইনফর্মাল ব্যালান্স। এই ক্ষেত্রে আমাদের ফ্রেমের দুই পাশে এমনভাবে দুইটা আলাদা জিনিস রাখার চেস্টা করব, যেন তাদেরকে দেখতে প্রায় সমান সাইজের মনে হয়।

সবসময় যে আমাদের মানুষ বা জিনিসপত্র দিয়ে ব্যালান্স ঠিক রাখতে হবে এমন কোনো কথা আছে নাকি? আমরা তো চাইলে আলো ছায়া ও ব্যাবহার করতে পারি।

Photo Courtesy-Safayet Hossen

দুইটা আলাদা জিনিসের ছায়া যদি আমাদের ছবিতে থাকে আর দেখে মনে হয় যে তারা সমান আকারের (দেখার সময় সমান উৎসাহ জাগায়), তাহলে আমরা এই আলো ছায়াকেই আমাদের কাজে লাগাতে পারি।

Photo Courtesy- Uwais Mohideen

ফ্রেমের ভিতরে ফ্রেমঃ

আমাদের ছবি তোলার সময়, কম্পোজিশন ভালো করার আরেকটা সহজ উপায় হচ্ছে, ছবিতে আমাদের জিনিসগুলো এমনভাবে দেখানো, যেন মনে হয়, ছবির ভেতর আরো একটা ফ্রেম আছে। আমরা মস্তিস্ককে যদি আমরা সহজে আমাদের সাবজেক্ট বা আমরা যেই জিনিস দেখাতে চাই তা বোঝাতে পারি, তাহলে ছবিটা দেখতে আমাদের কাছে অনেক আকর্ষনীয় লাগে। এইসব ছবি তোলার সময়, মানে আমরা যখন ফ্রেমের ভিতর ফ্রেম রাখি, তখন আমরা আমাদের মস্তিস্ককে এমন জিনিস বোঝাই, যে আমাদের ফ্রেমের মধ্যে যেই

জিনিসটা আছে, তাই ছবিতে দেখার জিনিসটা। এই জিনিসটা বোঝানোই আমাদের আসলে সহজভাবে আমাদের চোখকে আমাদের সাবজেক্টের কাছে পৌছায়। যার কারনে দেখতে ভালো লাগে। আর্কিটেকচারাল ছবি তোলার সময় জিনিসটা সহজে পাওয়া যায়, আমাদের ঘরের জানালা, দরজা, এগুলো আমাদের ফ্রেমের কাজ করতে পারে।
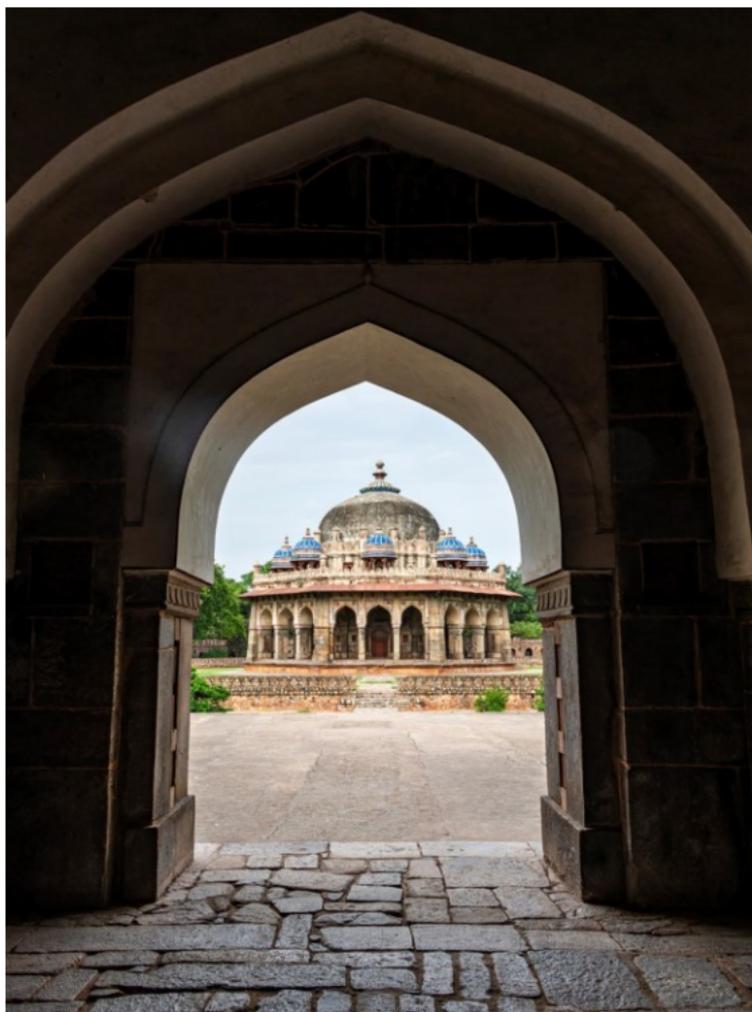
Photo Courtesy- Devashis Roy

আবার ফ্রেমের যে সবসময় বাস্তব অস্তিত্ব থাকতে হবে এমন কোন কথা নেই। আমরা আমাদের সুবিধা মত গাছের ডাল বা আমাদের আশে-পাশের প্রকৃতি ব্যবহার করেও ছবিতে আরেকটা ফ্রেম তৈরী করতে পারি।

আবার এই ফ্রেম আমরা যদি আমাদের ছবির সবদিকে না পাই, তবে পাশে বা উপরেও ফ্রেমিং এর কাজ করা আমাদের জন্য সুবিধা জনক হবে। মূল কথা হল, আমরা যতটুকু পারি, যতদিকে পারি, আমাদের ছবিতে ফ্রেম রাখার চেস্টা করব।

Photo Courtesy– Peter Zielinski

বাম থেকে ডানে ছবি তোলা

আমরা কিন্তু আমাদের জীবনার বেশিরভাগ সময় ই বাম থেকে ডানে লেখা পরে এসেছি, জিনিসটা আমাদের অভ্যাস হয়ে গেছে। তাই আমাদের দর্শক যখন ছবি দেখে, বেশিরভাগ দর্শক বাম থেকে ডানে ছবি দেখার চেস্টা করে। দর্শক যেহেতু বাম থেকে ডানে ছবি দেখতে চায়, আমরা চেস্টা করব যেন আমাদের সাবজেক্টকে বেশিরভাগ সময় বামের দিকে রাখতে পারি। তাহলে আমাদের সুবিধা হবে। আবার এই জিনিসটা একটু অন্যভাবেও ব্যবহার করতে পারি।

যেমন, আমরা যদি আমাদের ছবিতে এমন দেখাতে চাই, যে আমাদের সাবজেক্ট একটা জিনিস থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, তাহলে আমরা আমাদের সাবজেক্টকে বামে না রেখে, যে জিনিস থেকে সাবজেক্ট দূরে সরে যাচ্ছে,(সাব্জেক্টের পিছনে থাকলে) তাকে বামে রাখব।

আবার ধরলাম পাহাড়ে গিয়ে ছবি তুলছি, ছবিতে পাহাড় আর মডেল আছে। এই সময় আমাদের চিন্তা করতে দর্শককে আমরা কোন জিনিসটা আগে দেখাতে চাই। পাহাড়, না মডেল। আমরা যদি চাই দর্শক প্রকৃতি আগে দেখুক, তাহলে আমরা আমাদের ছবির বাম

পাশে আমাদের পাহাড় আর ডানে মডেলকে রাখতে পারি। তাহলে ছবির অর্থটা দর্শক সহজে বুঝতে পারবে।

আমাদের কাছে কোন ছবি দেখতে ভালো লাগে? যেই ছবি দেখে সহজে ছবির অর্থ বোঝা যায়, সহজে ভাবের গভীরতা বোঝা যায় সেটাইতো? নাকি?

আমরা যখন ছবিতে গতিশীলতা তুলে ধরতে চাইব, তখন চেস্টা করব, যেন গতিশীলতার ব্যাপারটা আমরা বাম থেকে ডানে দেখাতে পারি।

আমাদের একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, তা হল, মানুষের ভালো লাগা, খারাপ লাগা, সব মানুষের অভ্যাস, জায়গা, আশে পাশের মানুষ, আশে পাশের মানুষের ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে পরিবর্তীত হয়। আমরা বাম থেকে ডানে পড়তে অভ্যস্ত। আমরা একটু চিন্তা করি, পৃথিবীর সব মানুষ কিন্তু বাম থেকে ডানে পড়তে অভ্যস্ত না। যারা বাংলা ইংরেজি এইসব থেকে আরবী বেশি পড়ে বা বিশেষত মধ্যপ্রাচ্যের দিকের দেশগুলোতে থাকে, তাদের জন্য এই নিয়ম একটু ব্যতিক্রম ঘটতে পারে। তবে আশার কথা হল, পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষই বাম থেকে ডানে পড়তে অভ্যস্ত।

ছবিতে আকর্ষণ আর উত্তেজনা নিয়ে আসা

আমাদের তোলা ছবিতে আমরা যদি এমন একটা ভাব আনতে চাই, যেন যে ছবিটা দেখবে, সে চিন্তা করে যে, ছবির পরের মূহুর্তে কি ঘটবে, তাহলে আমরা ছবিতে কোনো কাজ শুরু বা শেষ হওয়ার আগের ঘটনার ছবি তুলব।

বিষয়টা সহজে বোঝার জন্য একটা উদাহরণ দেই। আমরা যখন ফুটবল খেলা দেখি, তখন আমরা কোন সময়টাতে সবচেয়ে বেশি উত্তেজনা অনুভব করি? গোল হওয়ার পরে?

যখন আমাদের জানা হয়ে যায় খেলায় কে জিতবে তখন? নিশ্চয়ই না। গোল হওয়ার আগে দর্শক নিশ্চয়ই এই চিন্তা করতে থাকে গোল হবে নাকি হবে না। এই চিন্তা আর উত্তেজনাই দর্শককে খেলাতে আটকে রাখে, দর্শকের কাছে খেলা ভালো লাগায়।

এইভাবে, কোনো ঘটনা ঘটে যাওয়ার আগের মুহুর্তের ছবি তুললে আমাদের ছবির দর্শকের মাঝে এমন একটা ভাব কাজ করবে, যেন সে জানতে চায় এর পরের মুহর্তের কথা। এই আকর্ষণ আর উত্তেজনাই আমাদের ছবির দিকে দর্শককে দেখতে বাধ্য করবে, ছবি নিয়ে চিন্তা

করাবে, বাধ্য করবে আমাদের ছবিকে দর্শকের কাছে ভাল লাগতে।

ধরলাম আমার বাসার সামনের পুকুরের পাশে একটা মাছরাঙ্গা পাখি দাঁড়িয়ে আছে। কিছুক্ষণ পর পর পাখিটা মাছ ধরার জন্য পুকুরের উপরে দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। এখন আমরা একটু চিন্তা করি, মাছরাঙ্গা পাখিটার কোন সময় তোলা ছবি আমাদের কাছে ভাল লাগবে?

আমি যদি পাখিটার পুকুর পাড়ে শান্তভাবে দাড়িয়ে থাকার ছবিটা তুলি, তাহলে তা বেশি ভালো লাগবে, নাকি পাখিটার মাছ ধরতে ঠোট নিচু করে উড়তে উড়তে পুকুরে ঠোট ডুবিয়ে

দেওয়া বেশি ভালো লাগবে? আশা করি আমাদের কাছে পরের ছবিটা কেই বেশি উৎসাহজনক মনে হবে।

ছবিতে এক্সপোজার

আমরা যখন কোন ছবি তুলব, তখন কতটুকু আলো বা অন্ধকার আসবে, তাকেই আমরা এক্সপোজার বলব।

মূলত ছবিতে ISO, শাটার স্পিড আর অ্যাপারচার , এই তিনটা একসাথে মিলে এক্সপোজার নির্ধারণ করে। এই কারণেই এক্সপোজারের ব্যাপারটা প্রথমদিকে একটু জটিল মনে হতে পারে।
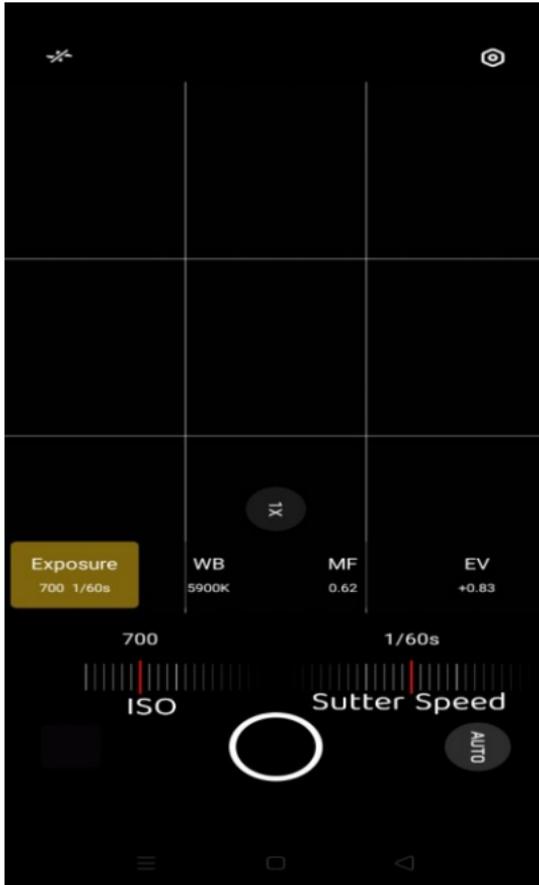
আমরা যারা নতুন নতুন ফটোগ্রাফি শুরু করছি, তারা অনেকেই জানি না, মোবাইলে আমরা কিভাবে আমাদের এক্সপোজার কন্ট্রোল

করতে পারব। আমরা আমাদের মোবাইলের প্রো মোডে (বা এক্সপার্ট মোড) গিয়ে আমাদের ইচ্ছা মত এক্সপোজার নিয়ন্ত্রন করব। আবার আমাদের মোবাইলে যদি এই জিনিসটা না থাকে, তবে আমরা বাইরে থেকে কিছু এপ,(যেমনঃ Camera FV-5 lite) ব্যবহার করতে পারি।

খুব সহজভাবে বোঝার জন্য একটা উদাহরণ দেই। ধরি, কোন অন্ধকার রুমে আমি আছি। ভিতরে কোন আলো নেই। এবার আলো পাওয়ার জন্য একটা জানালা খুলে দিলাম। উল্টা দিকের দেওয়ালে আলো পরছে। আমি কিছুক্ষন পর পর জানালা বন্ধ করছি, রুম

অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে, আবার কিছুক্ষন পর জানালা খুলে দিচ্ছি। এখন আমি, রুম টাকে যদি ক্যামেরার মত কল্পনা করি, তাহলে, জানালা খোলার আগে কিন্তু রুম অন্ধকারে (ক্যামেরার ভিতরে তো এমনি ও অন্ধকার থাকে, তাই না?)। এবার যদি আমি ২টা জানালা খুলে দেই, তাহলে কি হবে? রুমে বেশি আলো প্রবেশ করতে পারবে। আর জানালা অর্ধেক খুললে কি হবে? আলো কম প্রবেশ করবে। এই জিনিসটা আসলে একেবার অ্যাপারচারের মত। অ্যাপারচার বড় হলে আলো ক্যামেরায় বেশি ঢুকবে, আর অ্যাপারচার ছোট হলে ক্যামেরায় আলো কম ঢুকবে। অ্যাপারচারকে আমরা আমাদের

দেওয়ালের জানালার সাথে তুলনা করতে পারি।

অর্থাৎ, বড় আপ্যাচার= বড় ছিদ্র = কম আপ্যাচার নাম্বার= কম ডেপথ অফ ফিল্ড (ডেপথ অফ ফিল্ড কি জিনিস, কি করে এটা দিয়ে, আমরা একটু পরেই জানব।)

আবার,

ছোট আপ্যাচার= ছোট ছিদ্র= বড় আপ্যাচার নাম্বার = বড় ডেপথ অফ ফিল্ড।

মনে আছে? আমি কিছুক্ষন পর পর জানালা খুলছিলাম, বন্ধ করছিলাম। আচ্ছা, এবার যদি আমি বেশি সময়ের জন্য জানালা খোলা রাখি

তাহলে কি হবে? জানালা একই থাকলেও আলো বেশি আসবে। আর যদি আমি কম সময় জানালা খোলা রাখি তাহলে? জানালা একই , কিন্তু আলো কম আসবে। ক্যামেরার শাটার স্প্রিডও একই রকম। আসলে শাটার স্প্রিড হল কতক্ষন ক্যামেরার শাটার খোলা থাকবে তা। কম সময় শাটার খোলা আমাদের জানালা কম সময় খোলা রাখার মত।

আমরা যারা নতুন এই শাটার স্প্রিডের জিনিসটা ব্যবহার করব বা ব্যবহার করছি, তাদের কাছে একটা জিনিস একটু কনফিউজিং লাগতে পারে। তা হল, শাটার স্প্রিড

কোনটাকে আমরা বেশি আর কোনটাকে কম বলব। মানে হচ্ছে, শাটার স্প্রিডের একটা পরিমাপ আমাদের ক্যামেরায় দেওয়া আছে, ১/২০০০ s, ১ s,২ s এমন। এর মধ্যে কোনটা বেশি আর কোনটা কম?

একটু চিন্তা করি, ক্যামেরার শাটারকে কিন্তু আমরা আমাদের দরজা বা দোকানের শাটারের মত চিন্তা করতে পারি। আমরা যদি দরজা বন্ধ করতে বেশি সময় নেই, তাহলে আমরা কি বলব? আমাদের গতি/ স্প্রিড বেশি না কম? অবশ্যই আমরা বলব যে আমাদের স্প্রিড বা দরজা বন্ধের স্প্রিড কম।

যখন ক্যামেরার শাটার স্প্রিড আমরা ৮ বা ১৬ সেকেন্ড সেট করি, তখন আমরা নিশ্চয়ই বলব যে আমাদের শাটার স্প্রিড কম। দরজার কথা বলতে গেলে, দরজা বন্ধ করতে বেশি সময় লাগছে আর যখন আমরা আমাদের শাটার স্প্রিড ১/৪০০০ s বা ১/৮০০০ s সেট করব, তখন আমরা বলব যে আমাদের শাটার স্প্রিড বেশি, দরজার কথা চিন্তা করলে দরজা বন্ধ হতে কম সময় লাগছে, দরজা দ্রুত বন্ধ হচ্ছে।

মানে সেকেন্ড বাড়লে তাহলে শাটার স্প্রিড কমে, আর যদি সেকেন্ড কমে, তাহলে শাটার স্প্রিড বাড়ে।

আমি অনেক্ষণ ধরে রুমে বসে আছি। ভাল লাগছে না। আমার পাশে সানগ্লাস ছিল। আমি পরে ফেললাম। কি হল এইবার? আলো আর জানলা একি আছে, কিন্তু আমি দেখছি কম আলো আসছে। মানে কি? আমার চোখ আলোর প্রতি কম সংবেদনশীল হয়ে গেছে। ক্যামেরায় আইএসও কিন্ত একইভাবে কাজ করে। আইএসও কমিয়ে দিয়ে আমরা আমাদের ক্যামেরাকে করতে পারব আলোর প্রতি কম সংবেদনশীল, আর আইওএসও বাড়িয়ে আমরা আমাদের ক্যামেরাকে করতে পারব আলোর প্রতি বেশি সংবেদনশীল।

এই তিনটার কম্বিনেশনে আমরা পাব পারফেক্ট শট। আর এই জিনিস ঠিকভাবে যাতে করা যায় তার জন্য আমাদের অনেক প্রেকটিস করতে হবে। আর আমরা অনেককিছুই করতে পারব এইগুলো ঠিকভাবে ব্যবহার করে (একটু পরে আমি এই জিনিসের কয়েকটা ব্যবহার দেখানোর চেস্টা করেছি)।

দিনের বেলা, যখন অনেক লাইট থাকবে, তখন আমাদের আইএসও আর শাটার স্পিড দুটোই কম লাগবে।

এক্সপোজার কম হলে আপনার ছবি হবে আন্ডার এক্সপোজড, অন্ধকার। আর

এক্সপোজার বেশি হলে আপনার ছবি হবে ওভার এক্সপোজড, বেশি উজ্জল।

একটু চিন্তা করি, আমাদের চোখ যদি আলোর প্রতি কম সংবেদনশীল হয়, আর অনেকক্ষণ ধরে আলো প্রবেশ করে, তাহলে কিন্তু আমরা স্বাভাবিক অবস্থার মতই ছবি পাব।এই অবস্থাকে আমরা বলব লং এক্সপোজার। এইসব ক্ষেত্রে গতিশীল জিনিসগুলো ব্লার হয়ে যাবে আর স্থির জিনিসগুলো শার্প থাকবে।

যখন আমরা ছবি তুলব, তখন আমাদের মনে রাখতে হবে, iso বাড়ালে কিন্তু আমাদের ছবিতে নয়েজও বেড়ে যাবে, ছবি দেখতে ভাল লাগবে না। আমরা ছবিতে নয়েজ কমানোর জন্য আইএসও সাধারণত ৪০০ এর কম

Photo Courtesy-Fascinating Imagery, Photographer- Anees Khan

রাখার চেস্টা করব। নয়েজের কারনে ছবির মান খারাপ হয়ে যাবে।

নয়েজ কমানোর জন্য আমরা যে কাজ করতে পারি তা হল, ছবি তোলার সময় আইএসও আর সাটার স্প্রিড কমিয়ে দিতে পারি। তাহলে ক্যামেরা কম সেনসিটিভ হলেও, বেশি সময় ধরে আলো ঢুকতে পারার কারনে ছবি আগের মতই থাকবে।

শাটার টাইম বাড়িয়ে লং এক্সপোজারে আমরা যখন ছবি তুলব, তখন আমরা সবসময় চেস্টা করব, ট্রাইপড ব্যবহার করতে। নাহলে আমাদের ছবি ব্লার হয়ে যাবে, শার্পনেস কমে

যাবে, দেখতে ভালো লাগবে না। আসলে ঠিক কখন ট্রাইপড ব্যবহার করব? শাটার স্পিড কতো এর কম হলে আমরা ট্রাইপড ব্যবহার করব?

আমরা আমাদের মোবাইল ক্যামেরায় একটু জুম করি। হাতের সামান্য নড়াচড়ায় আমরা নিশ্চয়ই আমাদের ছবিতে অনেক বড় নড়াচড়া দেখতে পাচ্ছি। আমরা যখন অনেক টেলিফটো লেন্স ব্যবহার করব, জিনিসটা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারব। এই সামান্য নড়াচড়ায় যাতে ছবি ব্লার হয়ে না যায়, তাই আমরা কখন

ট্রাইপড ব্যবহার করব তা জানতে আমাদের লেন্সের ফোকাস দূরত্বটা একটু জানতে হবে।

ধরলাম, আমাদের ক্যামেরার লেন্সের ফোকাস দূরত্ব হচ্ছে ৫০ মি.মি.। তাহলে আমরা যদি ১/৫০ সে. এর কম শাটার স্প্রিডে (ধরলাম ১ সেকেন্ডে) কোনো ছবি তুলি, তাহলে আমরা আমাদের ছবি তোলার সময় ট্রাইপড ব্যবহার করতে চেস্টা করব।

আবার যদি আমরা যদি ৩০০ মিমি লেন্স ব্যবহার করি, তাহলে ১/৩০০ সেকেন্ডের চেয়ে কম শাটার স্প্রিডে(ধরি ১/৫০ সেকেন্ডে) ছবি তুলতে ট্রাইপড ব্যবহার করব। নাহলে আমাদের ছবি একটু ব্লার হয়ে যেতে পারে।

আমাদের উচিত এই নিয়ে সবসময় সতর্ক থাকা।

যেহেতু আমি স্লো শাটার স্প্রিড নিয়ে কথা বলছি, তাহলে ছবি তোলার সময় হাত কাপাকাপির কথাও একটু বলে ফেললে বোধ হয় সবার জন্যই ভালো হবে। অবশ্য অনেক বেশি শাটার স্প্রিডে, মানে ১/২০০০ বা এই রকম কিছুতে, আমাদের হাত কাপাকাপি করলেও তেমন কোনো সমস্যা নেই। ছবি তোলার সময় আমরা স্টেবল শট নেওয়ার জন্য আমাদের ক্যামেরাকে আমাদের গায়ের বা মূল দেহের কাছাকাছি রাখার চেস্টা করব, তাহলে

আর কোনো সমস্যা হবে না। আর ছবি তোলার সময় নিঃশ্বাস বের করে দিয়ে ছবি তুললে আমাদের ছবি হবে আরো স্টেবল।

শাটার স্প্রিডের কিছু কাজ

আমরা যখন ঝরনার বা নদীর ছবি দেখি, তখন সাধারণত দুই ধরনীর ছবি দেখতে পাই, এক ভাবে আমরা দেখি, ঝরণার পানি খুব স্মুথলি, স্লিকি ভাবে পড়ছে। অন্য জায়গায় আমরা দেখতে পাই ঝরণার পাই ছিটানোর বিষয়টা। এই দুই জিনিস ফুটিয়ে তুলতে আমরা এক্সপোজার কন্ট্রোল করব।
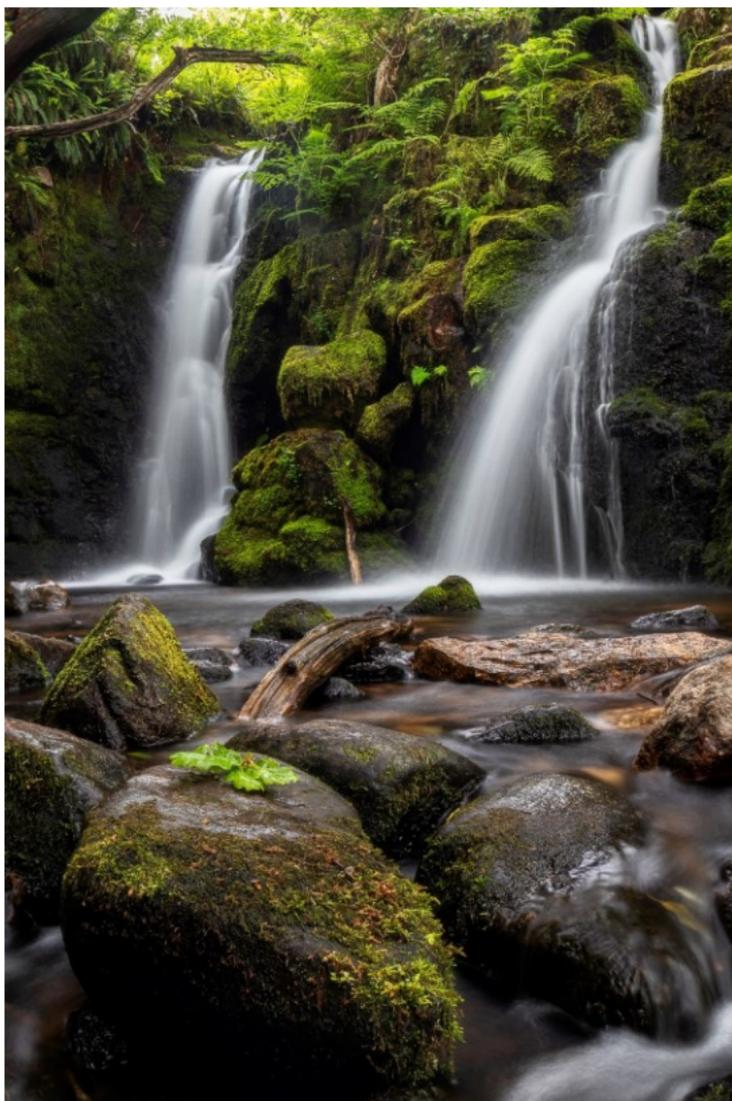
Photo Courtesy– Phil lyons

উপরের ছবিটার দিকে তাকাই। আমরা ঝরণার পানি পরার সময় একটা সিল্কি ভাব দেখতে পাচ্ছি। এই সিল্কি ভাব তুলে ধরার জন্য আমরা আমাদের আইএসও কমিয়ে নিব, আর শাটার স্প্রিডও কমিয়ে নিব (কমপক্ষে ১-২ s)।

আমাদের একটা বিষয়ে লক্ষ রাখা প্রয়োজন যে, আমাদের ছবিতে যদি ছবি তোলার সময় কোনো মানুষ বা অন্য কিছু থাকে, যা নড়াচড়া বা দৌড়াদৌড়ি করছে, তাহলে আমাদের ছবিতে কিন্তু একটা ব্লার হওয়া মানুষ বা নড়াচড়া করা মানুষ আসবে, আমাদের উদ্দেশ্য যদি মানুষের নড়াচড়া তুলে ধরা না হয়, তবে

আমাদের কাছে তা দেখতে বেশ বিরক্তিকর মনে হবে।

Photo Courtesy- Moniruzzaman Titu, Model-Rokeya Mukta

আর যদি আমরা উপরের ছবির মত ঝরণার পানি ছিটানোর বিষয়টা তুলে ধরতে চাই, তাহলে আমরা আইএসও আর শাটার স্প্রিড বাড়িয়ে নিব (মোটামুটি ১/৫০০-১/১০০০ সেকেন্ড এ রাখব)। তাহলে আমাদের ছবিতে খুব ভালোভাবে পানির ছিটিয়ে পড়ার জিনিসটা ফুটে উঠবে।

কোন ছবি তোলার সময় শাটার স্পিড কমিয়ে আমরা আরো কিছু কাজ করতে পারব, যেমন লাইট দিয়ে লেখালেখি বা নানারকম নকশা তৈরী করা।

Photo Courtesy-Rod Evans, Courtesy-rod.evans.visual

উপরের ছবিটার মত ছবি তুলতে চাইলে আমরা আমাদের শাটার স্প্রিড কমিয়ে নিব যতটা সম্ভব। আবার আইএসও কমিয়ে সবচেয়ে কম করে রাখব। আমরা চেস্টা করব, যেন আমরা সম্পূর্ণ অন্ধকারে এই কাজ করতে পারি। আমরা যদি পুর্ণিমার রাত বা এমন জায়গায় ছবি তোলার চেস্টা করি, যেখানে চারপাশের পরিবেশে আলো অনেক বেশি, তাহলে আমাদের ছবি দেখতে বাজে হবে।

লম্বা একটা এলইডি লাইট নিয়ে বা টিউবে (আমরা সহজে কাজ করার জন্য পাইপ লাগিয়েও কাজ চালাতে পারি) লাইট লাগিয়ে আমরা অসাধারণ ছবি তুলতে পারব।

আমরা যদি আমাদের এই লাইটের নড়াচড়া সাবজেক্টের পিছনে গিয়ে করি, আর চাই আমাদের সাবজেক্টকেও স্পষ্ট দেখাবে, তাহলে আমরা খুব কম সময়ের জন্য আমাদের লাইট (আলাদা কোনো লাইট) অন করে রাখতে পারি। এ ক্ষেত্রে আমাদের পিছনের লাইটের পেইন্ট দেখা যাবে, একইসাথে আমাদের সাবজেক্টকেও দেখা যাবে। তবে এ সময় মাথায় রাখতে হবে, কাজের সময় যাতে আমাদের সাবজেক্ট ব্লার হয়ে না যায়, আমাদের নকশা করানোর কাজ অন্য কাউকে দিয়ে করাতে হবে, যাতে সে এমন ভাবে দাঁড়ায় যে সাবজেক্টের কারণে আড়াল না হয়ে যায়।

লাইট দিয়ে লেখালেখি করার সময় আমরা খেয়াল রাখব, আমাদের লিখতে সময় লাগবে অনেক বেশি। আমরা চেস্টা করব, যেন শাটার স্প্রিড ১৬ সেকেন্ড বা তার কম থাকে তাহলে আমাদের অনেক সুবিধা হবে। আর এই ছবি তোলার সময় আমরা আমাদের চারপাশের লাইটের দিকে খেয়াল রাখব। চারপাশের লাইট বেশি থাকলে আমাদের লেখা ভালোভাবে ফুটে উঠবে না।

এধরনের লেখা লেখার সময় আমাদেরকে উল্টা করে লিখতে হবে বা ছবি তোলার পর পুরো ছবি মিরর বা ফ্লিপ করে নিতে হবে। লেখার সময় আমরা আলাদা লাইট ব্যবহার

করার চেস্টা করব, আলাদা লাইট না থাকলে আমরা আমাদের ফোনের স্ক্রিনে যে রঙ্গের লেখা লিখতে চাই, সে রঙ্গের ওয়াল্পেপার বা ওই রঙ্গের কোন কিছুর ছবি তুলে তা বের করে রাখলে ভালো কাজে দিবে। আর এক বর্ণ থেকে অন্য বর্ণ লেখার সময় আমরা খেয়াল রাখব, যেন দুই বর্ণ লেখার সময় আমাদের ফোনের স্ক্রিন বন্ধ থাকে, নাহলে আমাদের লেখার মাঝে একটা দাগ দেখা যাবে। আমরা যদি দাগ সহ ছবিতে দেখাতে চাই, তাহলে অবশ্য অন্য কথা।
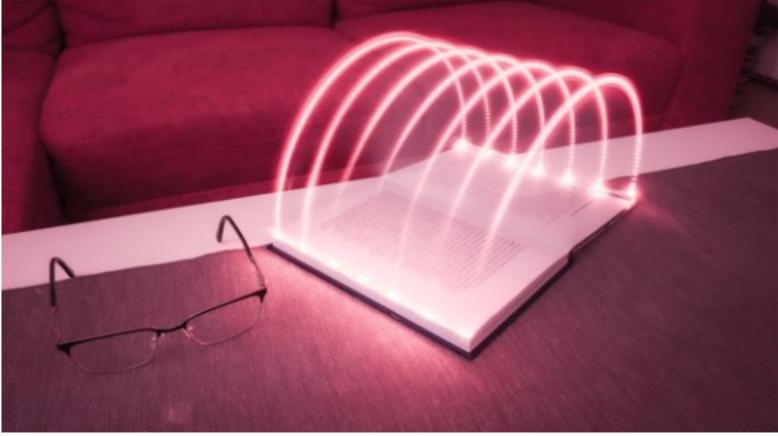
আমরা চাইলে উপরের ছবিটার মত বইয়ে লাইট লাগিয়েও নতুন কিছু এফেক্ট দেখাতে পারি আমাদের ছবিতে। এই জিনিসটা ছবিতে একটা ড্রামাটিক শট এনে দিবে। এই কাজ করার জন্য আমাদের একটা লাইনে থাকে এমন এলইইডি জোগাড় করতে হবে। বইয়ে

Photo Courtesy- Florian Bonau

লাইন ধরে লাইট লাগিয়ে কম শাটার স্প্রিডে আস্তে আস্তে বই খুললেই হবে।

উপরের মত ছবি আমাদের অনেক আকর্ষণীয় লাগছে, ছবিটা অনেক স্টানিং। আমরা

Photo Courtesy- Gamblis Llp

অনেকেই নিশ্চয়ই এই ছবির মত ছবি তুলতে চাই। এ ধরনের ছবি তোলার জন্য আমাদের তেমন কোন জিনিস লাগবে না। কিছু স্টিলওল, হ্যান্ডহুইস্ক আর দড়ি লাগবে।

এই ছবি তোলার জন্যও আমাদের শাটার স্প্রিড কম করা লাগবে। আমাদের সময় লাগবে অন্তত ৫-১০ সেকেন্ড।

এই ছবি তোলার জন্য আমরা স্টিল ওল , হ্যান্ড হুইস্কের ভিতরে দিয়ে হ্যান্ড হুইস্কের সাথে একটা দড়ি বেধে স্টিল উলে আগুন জ্বালাব আর যেদিকে আমাদের বৃত্ত চাই (মাথার উপরে বা এক পাশে), সেদিকে ঘোরাব। এই ক্ষেত্রেও

Photo Courtesy- Taslima Suity

আমরা চেস্টা করব আমাদের আইএসও কমিয়ে রাখতে, আর অন্ধকার জায়গায় করতে পারি। তবে এ সময় ফটোগ্রাফারের আলাদা কোন ইচ্ছা থাকলে তা আলাদা কথা (মানে, ফটোগ্রাফার যদি চান যাতে চারপাশের পরিবেশটাও দেখা যায় তখনতো একটু লাইট লাগবেই।)।

আবার আমরা একটা গ্লাস বল ব্যবহার করেই এই ছবিটা কে করে তুলতে পারি একটু অন্যরকম। অনেক সময় আমাদের ছবিতে গ্লাস বলের ব্যবহার আমাদের ছবিতে আলাদা মাত্রা যোগ করতে পারে।

এই ধরনের ছবি তোলার সময় আলাদা সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার।

[41] Photo Courtesy- Gamblis Llp

বজ্রপাতের ছবি তোলা

বজ্রপাতের ছবি তোলার সময় আমাদের জন্য সবচেয়ে ভাল সময় হবে রাত। কারন এই সময় আলো অনেক কম থাকে। আমরা এই ছবি তোলার সময় আমাদের শাটার স্পিড অনেক কম রাখার চেস্টা করব। আলো বেশি

Photo Courtesy-Dr Anuranjan Dubey

হলে দেখা যাবে আমাদের ছবি হবে ওভার এক্সপোজড। এই ওভার এক্সপোজড ছবি দেখতে আমাদের যে বিরক্ত লাগবে তাই না, ছবিতে বজ্রপাত হয়ত দেখাই যাবে না। আর রাতে আলো কম থাকায়, আমরা অনেকখন শাটার খোলা রাখতে পারব কোন সমস্যা ছাড়াই। এই সব বজ্রপাতের ছবি তোলার সময় আমাদের শাটার স্প্রিড রাখব ৪ সেকেন্ড বা তার কম। তাহলে আমাদের ক্যামেরার সামনে যেকোন বজ্রপাতের ছবি মিস হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কমে যাবে।

তারা বা মিল্কিওয়েের(আকাশ গঙ্গা) ছবি তোলা
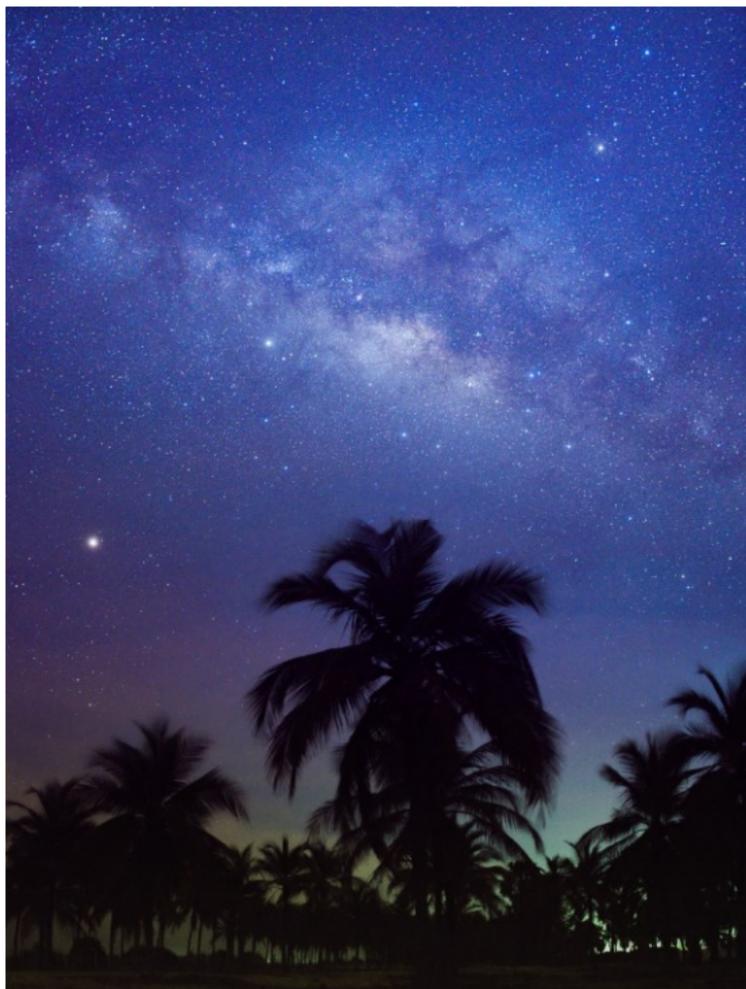
Photo Courtesy-Munzeer Mohamed

আমরা উপরের ছবিগুলোর মত ছবি তুলতে পারি, আমাদের ফোনের ক্যামেরা বা আমাদের ডিএসএলআর ব্যবহার করে। তবে এইসব ছবি তুলতে আমাদের এমন জায়গা লাগবে যেখানে আলো দূষণ একেবারে কম। আলো দূষন? এটা কি জিনিস?

আমরা হয়ত রাতের আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখতে পাই রাতের আকাশে দূরে শহরের বা দূরে জ্বালানো কোনো লাইটের কারণে রাত ঠিক অন্ধকার দেখায় না। এটাই আলো দূষণ। আমরা যখন আকাশে তারার ছবি তুলব, তখন আমাদেরকে এই আলো দূষনের কারনে সমস্যায় পড়তে হতে পারে। আলো দূষণ বেশি

হয়ে আমরা আকাশে তারা বা মিল্কি ওয়ের ছবিই পাব না।

বর্তমানে বিভিন্ন এপ ব্যবহার করে আমরা আমাদের এলাকার আলো দূষনের পরিমান দেখতে পারি।

মোবাইলে আমরা আমাদের আইএসও বাড়িয়ে নিব যতটা পারি,একই সাথে আমাদের সাটার স্প্রিড কমিয়ে নিব। সাধারণত শাটার স্প্রিড ১৬-৩২ সেকেন্ডের মধ্যে থাকবে। এরপর আমরা আমাদের ফোকাসকে ম্যানুয়াল ফোকাস করে ফোকাস রাখব ইনফিনিটি বা অসীমে। এই কাজের জন্য আমাদের ট্রাইপড অনেক সুবিধার হবে। ট্রাইপড না থাকলে আমরা

মোবাইল উল্টা করে বা কোনো কিছুর সাথে হেলান দিয়ে রেখে দিতে পারি। আমাদের শাটার ক্লিক করার সময় আঙ্গুলের ধাক্কায় আমাদের মোবাইলে বা ক্যামেরায় একটু ঝাকুনি লাগতে পারে, যার কারণে আমাদের ছবি ব্লার হয়ে যেতে পারে। এই জিনিসটা যাতে না হয়, তাই আমাদের রিমোট ট্রিগার ব্যবহার বা আমাদের ফোনের টাইমার ব্যবহার করতে পারি।এতে করে আমাদের ছবি ব্লার হবে না।

- অনেকের কাছে এই মিল্কিওয়ের বিষয়টা পরিষ্কার নাও থাকতে পারে। আসলে আমাদের এই বিশ্বজগত অনেকগুলো নক্ষত্র (সূর্যের মত একই জিনিস) নিয়ে গঠিত হয়েছে। এই জিনিসগুলোকে

আমরা তারা হিসাবে দেখি। মহাকাশের কোথাও কোথাও অনেকগুলো তারা একসাথে কাছাকাছি আছে। আমাদের সূর্য যেখানে আছে তাকে আমরা বলি মিল্কিওয়ে, বাংলায় আকাশগঙ্গা।

শুধু যে শাটার স্প্রিড কমিয়ে আমরা নানা কাজ করতে পারব তা কিন্তু না। আমরা শাটার স্প্রিড বাড়িয়েও অনেক কাজ করতে পারব।

সমুদ্রে ঝরের ছবি তুলতে গেলাম, ছবিতে যদি আমাদের ঝরের আগ্রাসী ভাব ফুটে না উঠে শান্ত ভাব ফুটে উঠে তাহলে ছবিতে আমরা যা চাচ্ছি তা আমরা পাব না, ছবি দেখতে লাগবে বিরক্তিকর।

এ জন্য উপরের মত ছবি তোলার সময় আমরা চেস্টা করব যেন আমাদের শাটার স্প্রিড থাকে বেশি,(১/৪০০০ - ১/১০০০ এর মত) তাহলে আমাদের ছবিতে আগ্রাসীভাবটা ভালো-ভাবে ফুটে উঠবে।

Photo Courtesy– Uwais mohideen

আমরা আমাদের গতিশীল অনেক কাজকে স্থির অবস্থায় দেখাতে পারব, এই ফার্স্ট শাটার স্প্রিড ব্যবহার করে। শাটার স্প্রিড যদি আমরা বাড়িয়ে রাখি, মানে ১/৪০০০ s -১/২০০০ s এই রকম, তাহলে আমরা লাফালাফি বা অনেক কাজেরই ছবি তুলোতে পারব, যেই খানে আমাদের ছবি দেখে মনে হবে সব কাজ থমকে গেছে।

কাঠ বিড়ালী কিন্তু উড়তে জানে না। আমরা শাটার স্পিড বাড়িয়ে আমাদের কাঠবিড়ালীকে আকাশেই থামিয়ে দিয়েছি।

Photo Courtesy- MURALITHARAN photography

আমরা যখন খেলাধুলা, দৌড় এই জিনিসগুলোর ছবি তুলব, তখন আমরা এইভাবে আমাদের শাটার স্পিড বাড়িয়ে নিব।

আশা করি এই ছবিটাতে খুব ভালোভাবে বোঝা যাচ্ছে যে শাটার স্পিড বাড়িয়ে আমরা কিভাবে আশে-পাশের সব জিনিস থামিয়ে দিতে পারি।

ডেপথ অফ ফিল্ড

আমরা যখন ছবি তুলব, তখন আমাদের সাথে প্রায়ই বিভিন্ন অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটতে পারে। হয়ত দেখা যাবে অনেক গম্ভীর একটা পোজ দিয়ে ছবি তুলছি, ছবিতে মডেল বা সাবজেক্টের পেছনে কেউ একজন গরু নিয়ে ঢুকে পরল, আবার অনেক সময় ছবি তোলার সময় দেখা যাবে, যাকেই ছবি দেখাই না কেন, সে ছবির সাবজেক্টের দিকে বিন্দুমাত্র খেয়াল না করে পিছনে ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে পরে আছে, এই ঘটনা গুলো আমাদের কাছে মহা বিরক্তিকর লাগতে পারে, একটুর জন্য ছবিকে বাজে ছবি বানিয়ে দিতে পারে। আমরা সময়ে সময়ে যাতে ব্যাকগ্রাউন্ডের এই বিরক্তিকর জিনিস গুলিকে বাদ দিতে পারি, আবার ব্যাকগ্রাউন্ডকে

মাঝে মাঝে তুলে ধরতে পারি, তাই আমরা চেস্টা করব, যেন আমাদের ডেপথ অফ ফিল্ড নিয়ন্ত্রন করতে পারি।

অনেক সময় আমরা ছবিতে আমাদের মডেল বা সাবজেক্টকে তুলে ধরার জন্য আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড ঝাপসা করে দিব, আবার কোন সময় আমরা আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডকে যত্নসহকারে ফুটিয়ে তুলব।এই সব কাজে আমাদের সাহায্য করবে আপ্যারচার। দূরের ব্যাকগ্রাউন্ডকে ঝাপসা করে সাবজেক্টকে তুলে ধরার সময়, আমরা যে পিছনের ব্যাকগ্রাউন্ড ঝাপসা করলাম, তাকে আমরা বলব বুকে এফেক্ট।

আমরা এক্সপোজার নিয়ে জানার সময় দেখেছিলাম, বড় এপ্যারচার মানে বড় ছিদ্র , বেশি

লাইট আর কম ডেপথ অফ ফিল্ড। এই জিনিসটা শুরুতে আমাদের কাছে একটু কনফিউশিং লাগতে পারে। এই কনফিউশন যাতে না হয়, তাই, আমরা কেবল মনে রাখব,

বড় অ্যাপারচার নাম্বার = বড় ডেপথ অফ ফিল্ড,

ছোট অ্যাপারচার নাম্বার = ছোট ডেপথ অফ ফিল্ড।

অ্যাপারচার নং কমিয়ে আমরা ডেপথ অফ ফিল্ড কমিয়ে দিব, আমাদের সবার ফোকাস থাকবে আমাদের সাবজেক্টের উপরে।

আবার অ্যাপারচার নম্বর বাড়িয়ে আমরা আমাদের ডেপথ অফ ফিল্ড বাড়াতে পারব, ল্যান্ডস্কেপ ফটোগ্রাফি করতে এই জিনিসটা আমাদের লাগবে।

এই ছবিতে আমরা ডেপথ অফ ফিল্ড বেশি দেখতে পাচ্ছি, আমাদের কাছে নিশ্চয়ই ব্যাকগ্রাউন্ডটা একটু সমস্যার মনে হচ্ছে, সাবজেক্টের কাছ থেকে আমাদের ফোকাস বার বার পিছনে বা পাশে চলে যাচ্ছে। দর্শকের

Photo Courtesy- Andrea Daddi

চোখ আমাদের সাবজেক্টের উপরে না থেকে পুরো ফ্রেমে ঘুরে বেড়াচ্ছে, যা আমাদের কাম্য নয়।

আমরা ডেপথ অফ ফিল্ড কম রেখে সহজেই এই সমস্যা সমাধান করতে পারব, দর্শকের

Photo Courtesy- Andrea Daddi

ফোকাস আমরা আমাদের সাবজেক্টের উপরে থাকতে বাধ্য করতে পারব।

আবার, আমরা যদি অনেকের মধ্যে একজনকে গুরুত্ব দিয়ে বোঝাতে চাই, তাহলেও আমরা এই ডেপথ অফ ফিল্ডকে কাজে লাগাতে পারি। মনে করি, আমি একটা গানের প্রোগ্রামের ছবি তুলছি। আমি যদি গায়কের পেছন থেকে ছবি তুলি এবং সামনের দর্শকদের ব্লার করে দেই, তবে আমরা আমাদের গায়ক যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা বোঝাতে পারব।

মোবাইলের ক্যামেরায় সাধারণত এই এপ্যারচার পরিবর্তনের কাজটা করা যায় না।

রৌদ্রজ্জ্বল ১৬ নীতি

আমরা যারা ছবি তোলা মাত্র শুরু করছি, তারা হয়ত অনেক সময়ই বুঝতে পারি না, কোন সময় আমাদের আইএসও, এপ্যারচার আর শাটার স্প্রিড কেমন হবে। এই জিনিস বোঝার জন্য আমরা যা ব্যবহার করব, তা হল এই রৌদ্রজ্জ্বল ১৬ নীতি।

এই নীতি বলে, আমাদের এপ্যারচার যদি হয় f/16, রৌদ্রজ্জ্বল দিনে আমাদের আমাদের শাটার স্প্রিড হবে আমাদের আইএসও এর উল্টা। যেমন আইএসও যদি ১০০ হয়, তাহলে শাটার স্প্রিড হবে ১/১০০ সেকেন্ড, আইএসও যদি হয় ২০০, শাটার স্প্রিড হবে ১/২০০।

ছবিকে অর্থবহ করা

আমরা যখনই কোন ছবি তুলব, তখনই চেস্টা করব, যেন আমরা সাবজেক্টের ভাব পুরোপুরি ছবিতে তুলে ধরতে পারি। তাহলে আমাদের ছবি হয়ে উঠবে দর্শকের কাছে আরো গ্রহন যোগ্য।

আমাদের ছবি তোলার সময়, আমরা চেস্টা করব, যেন আমরা আমাদের সাবজেক্টের কাজ, তার ভাব আমাদের দর্শকের কাছে পৌছে দিতে পারি। ফটোজার্নালিজমের ক্ষেত্রে এই কথা আরো বেশি প্রযোজ্য। সংবাদের জন্য ছবি তোলার সময় আমরা যদি আমাদের

সাবজেক্টের বা পরিবেশের বিষয় বস্তু আমাদের দর্শকের কাছে পৌছে দিতে না পারি, তাহলে একদিক দিয়ে আমাদের ছবি তোলা আর না তোলা একই কথা হয়ে যাবে। আমরা এই বিষয়গুলো মাথায় রাখব। নিশ্চয়ই আমরা এমন ছবি তুলতে চাইব না, যেখানে আমাদের সাবজেক্ট, কি করছে তা বোঝা না যায়।

ধরলাম, আমি ফুটবল খেলার ছবি তুলছি, তাহলে আমাদের কাছে কোন ছবি দেখতে ভালো লাগবে? কেউ একজন দৌড়ে এসে ফুটবলে লাথি মারছে এই ছবি, নাকি গোলকিপার বেকার দাঁড়িয়ে আছে এই ছবি?

ছবিতে আকারের তুলনা

Photo Courtesy-Anake Seenadee

বিশাল আকারের গাছ, বড় পাথর বা পাহাড়। দেখতে বিশাল হলেও, ছবি তোলার সময় সাধারণত এদের এই বিশালতাকে ফ্রেমে ফুটিয়ে তুলতে আমাদের বেগ পেতে হয়। এ নিয়ে নতুন ফটোগ্রাফাররা প্রায় ঝামেলায় পরেন। বড় গাছ ছবি তে দেখতে মনে হয় চিকন গুল্মের মত, বিশাল পাথরকে দেখায় নুড়ি পাথরের মত। আর কোন কিছুর আকার ঠিকভাবে বোঝাতে না পারলে আমাদের ছবি হয়ে যাবে অর্থহীন, পরে আমাদের নিজেদের ই দেখতে ভালো লাগবে না।

আবার ছোট আকারের জিনিস, যেমন পোকা-মাকড়, পিঁপড়া, এসবের ছবি তোলার সময় ও

আমাদের হয়ত সমস্যায় পরতে হয়। আমরা এইখানে দেখব কিভাবে আমরা কম্পারিজনের মাধ্যমে কোন বস্তুর আকার খুব সহজ ভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারি।

আমাদের মস্তিষ্ক আসলে যখন কোন কিছুর সাইজ বের করতে চায়, তখন তা করে তুলনা করে।

একটা উদাহরণ দেই, আমি আমাদের ক্লাসের বোর্ডে একটা দাগ দিলাম, যাতে লাইনটা বোর্ডের চার ভাগের একভাগ লম্বা হয়। আমি এইবার আমাদের ক্লাসের সবাইকে জিজ্ঞাসা করলাম, দাগটা কি বড় নাকি। যেহেতু

আমাদের বোর্ড অনেক লম্বা, সবাই আমাকে বলল যে আমার দেওয়া দাগটা অনেক লম্বা। আমি কি করলাম, বোর্ডের এইপাশ থেকে ওইপাশে যায় এমন একটা দাগ দিলাম। এইবার সবাইকে জিজ্ঞাসা করে শুনি অবাক কান্ড। লাইন টাকে নাকি এইবার আগের মত এতটা বড় মনে হচ্ছে না। কেমন জানি ছোট ছোট লাগছে।কেন? কারণ আমরা আমাদের জীবনে সবসময় তুলনা করতে অভ্যস্ত। কিভাবে? আরো একটা উদাহরণ দিলে জিনিসটা বোধহয় আরো পরিষ্কারভাবে বোঝা যাবে।

আমরা যখন বাজার থেকে চাল কিনি, তখন আমরা কিভাবে কিনি? আগে থেকে ঠিক করে রাখা এক কেজি ওজন দাড়িপাল্লার অন্যপাশে বসিয়ে, নাকি?

মানে কি? আমরা আগে থেকে ঠিক করে রাখা এক কেজির সাথে তুলনা করে আমাদের জিনিস কত ভারী তাই ঠিক করছি। আমি যদি বলি আমি এক পাউন্ড চাল কিনেছি, এবার নিশ্চয়ই আমাদের অনেকের বুঝতে সমস্যা হচ্ছে যে আমি ঠিক কতটুকু চাল কিনেছি।কেন অসুবিধা হচ্ছে? কারণ আমরা সাধারণত পাউন্ডের সাথে তেমন পরিচিত না।

ছবি তোলার সময় আমরা আকার নিয়ে অনেক সমস্যায় পরতে পারি। ছবিতে আমাদের আকার তুলে ধরা একটু কঠিন বলতে গেলে, কারণ, আমরা এইখানে তুলনা করার জন্য বেশি জিনিস কিন্তু পাব না। তাই বলে কি আমরা বসে থাকব, আমরা একটা আকার দিয়ে ঠিকই তুলনা করতে পারি, তা হচ্ছে মানুষের আকার। আমরা মোটামুটিভাবে মানুষের আকারের সাথে পরিচিত। মানুষ হবে আমাদের কাছে ওই বাটখারার মত। আমাদেরকে সাইজ বোঝাবে।

মানুষ যে আমাদের ছবিতে সবসময় থাকবে এইরকম কোনো কথা নেই। আমরা মানুষ না

পেলে চেস্টা করব আমাদের পরিচিত কোনো জিনিস দিয়ে আমাদের ছবিতে আকারের তুলনা করতে।

এই কারনে ফটোগ্রাফাররা সাধারণত গাছের ছবি তোলার সময়, তার সাথে মানুষ বা বাড়িঘরের ছবি তোলেন। মানুষের আকারের সাথে আমাদের মস্তিষ্ক খুব ভালভাবে পরিচিত হওয়ায়, আমাদের জন্য আকারের তুলনা হয় অনেক সহজ, আমরা কোনো কিছুর আকার খুব সহজে বুঝতে পারি।

ধরি, আমরা কোনো গাছের উচ্চতার বা কত মোটা সেই বিষয়টি দর্শককে বোঝাতে চাই,

তবে গাছের পাশে একজন মানুষ দাড় করিয়ে দেওয়া সুবিধাজনক হতে পারে।

আর ছোট কোন জিনিসের ছবি, যেমন পিঁপড়া, নুড়ি পাথরের ছবি তোলার সময়, তার সাথে আমাদের পরিচিত কিছু একটা, যেমন একটা

Photo Courtesy– Devashis Roy

পাতা বা আমাদের হাতের আঙ্গুল যোগ করতে পারলে আমরা ছোট জিনিসের আকার যথাযথভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারব আমাদের ছবিতে।

আকার নিয়ে আরেকটু ক্লিয়ার আইডিয়া রাখলে তা আমাদের জন্যই ভালো হবে। আমরা ছবি তোলার পর বাসায় এসে দেখি আমাদের কাছে বিশাল একটা পাথরকে ছোট নুড়ি পাথরের মত লাগছে, তাহলে আমাদের জন্য তা অনেক মন খারাপ লাগবে।

ছবিতে ঠিকভাবে কোন কিছুর আকার তুলে ধরার ক্ষেত্রে বলা যায়, ধরি আমাদের কাছে একটা বিল্ডিং আছে আর একটা মানুষ আছে সাবজেক্ট হিসাবে। আমরা চাই আমাদের মানুষকে অনেক বড় আকারে তুলে ধরব। এই

Photo Courtesy–Peter Zielinski

ভাবে তুলে ধরার জন্য, আমরা আমাদের মানুষকে বিল্ডিং থেকে দূরে রেখে ক্যামেরার কাছে রাখব, আর চেস্টা করব, আমাদের ক্যামেরা আমাদের চোখের বরাবর না ধরে, একটু নিচে থেকে ছবি তুলতে। তাহলে আমাদের ছবিতে আমাদের সাবজেক্টকে একটু বড় আকারে তুলে ধরা সহজ হবে।

আবার, আমরা যদি চাই, মানুষকে আমরা ছোট আকারে তুলে ধরব, যেন দেখতে লিলিপুট টাইপের লাগে, বিল্ডিং কে বড় আকারে আমরা তুলে ধরতে চাই, তাহলে আমরা আমাদের সাবজেক্টকে বিল্ডিং এর কাছে নিয়ে যাব।

তাহলে বিল্ডিং এর আসল আকার টা ফুটে উঠবে। এক্ষেত্রে পুরো বিল্ডিং এর ছবি না তুলে আংশিক বিল্ডিং এর ছবি তুললেও, তা আমাদেরকে বিশালতা ভালভাবে বোঝাতে কাজে দিবে।

ছবিতে ব্যাকগ্রাউন্ড

একটা ভাল ছবির ক্ষেত্রে ব্যাকগ্রাউন্ড নিজেই কিন্তু সাবজেক্টে মত গুরুত্বপূর্ণ। কোন ছবিকে ভালোভাবে তুলে ধরতে ব্যাকগ্রাউন্ড আমাদের সাহায্য করবে, পরিবেশের অবস্থা বোঝাবে।

ধরলাম আমি পাখির ছবি তুলতে চাই। পাখির ছবি তোলার সময় আমরা যদি ব্যাকগ্রাউন্ডে একটা খাঁচা রেখে দেই বা চিড়িয়াখানার খাঁচা দেখা যায়, তাহলে তা এক অর্থ প্রকাশ করবে, আবার আমরা যদি পিছনে প্রচুর গাছপালা রেখে দেই, তাহলে তা নিশ্চয়ই আলাদা অর্থ প্রকাশ করবে। আশা করি,এতক্ষণে আমরা

সবাই বুঝে গিয়েছি যে, ব্যাকগ্রাউন্ডটা ছবির মূলভাব তুলে ধরতে গুরুত্বপূর্ণ।

ভাল কম্পোজিশনে আমরা সাবজেক্টকে ফোকাসে রেখে ব্যাকগ্রাউন্ড সুন্দর রাখার চেস্টা করব। নাহলে ছবি দর্শকের আকর্ষণ হারাবে।

ব্যাকগ্রাউন্ডে কোন লাইন (বাস্তব বা কাল্পনিক) থাকলে আমরা তাকে এমনভাবে ব্যবহারের চেস্টা করব, যেন লাইনগুলো দর্শকের চোখকে ছবিতে সাবজেক্টের কাছে নিয়ে যায়, লিডিং লাইন হিসাবে কাজ করে।

অনেক সময় আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড বাদ দেওয়ার চেস্টা করব। ব্যাকগ্রাউন্ড নিজে সাবজেক্টের চেয়ে বেশি আকর্ষণীয় হয়ে গেলে বা

ব্যাকগ্রাউন্ডে বেশি জিনিস থাকলে দেখা যাবে দর্শক সাবজেক্টের দিকে না তাকিয়ে ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে ব্যস্ত আছে।

আলো-ছায়ার দিয়ে গল্প বলা

[51] Photo Courtesy– Shokria Jamal

আমরা যখন ছবি তুলব, তখন অনেকক্ষেত্রে ছবিতে আলো ছায়ার মাধ্যমেই আমাদের সাবজেক্টের কাজ বা সাবজেক্টের ভাব ফুটিয়ে তুলতে পারব। এই ধরনের ছবিকে আমরা বলব সিলিউট।

এক্ষেত্রে আলোতে সাবজেক্ট লুকানোর মাধ্যমে একটা ড্রামাটিক শট পাওয়া যাবে। এই জিনিসটা আসলে ছবিটে রহস্য ফুটিয়ে তোলে, কে না রহস্যময়তা পছন্দ করে? ছবি তাই আমাদের কাছে হয়ে উঠে আকর্ষণীয় ।আমাদের সবসময় মনে রাখতে হবে, মানুষ ছবিতে রহস্যময়তা দেখতে পছন্দ করে। সেইটা সিলোয়েট হোক বা আর যাই। ছবিতে

অনেকভাবেই রহস্যময়তা নিয়ে আসা যায়, সিলোয়েট হল তার একটা উপায়।

আমরা এই ছবি সবচেয়ে সহজে পাব বিকেলবেলা, সূর্য হবে আমাদের লাইটের উৎস। আমরা এই ছবি তোলার সময় সুন্দর আকাশের ছবি পেলে চেস্টা করব ফ্রেমের বেশিরভাগ অংশটাতে আকাশ রাখতে। আর আমরা চেস্টা করব যেন আমরা সাবজেক্টকে দিয়ে সূর্যকে ঢেকে রাখতে পারি। নাহলে সূর্যের সোনালি আভায় আমাদের ছবিকে খারাপ দেখাবে।এই ছবিগুলো তোলার সময় আমরা চেস্টা করব, ম্যানুয়াল মুডে গিয়ে বা

অন্য কোন ভাবে আমাদের ছবির একটু এক্সপোজার কমিয়ে আন্ডারএক্সপোজড করতে, তাহলে ছায়ার ব্যাপার টা ভালোভাবে বোঝা যাবে।

Photo Courtesy– Md. Akib Islam Ashik

আমাদের একটা বিষয়ে একটু খেয়াল রাখা দরকার যে, আমাদের সিলিউটে যদি আমরা তেমন কোনো কাহিনি তুলে ধরতে না পারি, তাহলে আমাদের দর্শক সিলিউটের প্রতি আকর্ষণ হারাবে, আমাদের ছবিকে একটু খারাপ মনে হতে পারে। এই কারনে আমরা চেস্টা করব, যেন আমরা আমাদের সিলিউটে একটা আকর্ষণীয় কিছু তুলে ধরতে পারি, যা আমাদের দর্শক দেখতে বাধ্য হবে, আমাদের দর্শকের কাছে যা ভালো লাগাতে বাধ্য করবে। যেমন আমরা দেখতে পারি, আমরা উপরের ছবিতে একটা গল্প দেখতে পাই। এই ছবিটা দর্শককে কিছুক্ষন চিন্তা করতে বাধ্য করে, ছবিতে কিছু সময় আটকে রাখে।

এইসব সিলোয়েটকে সাদা-কালো ছবিতে রুপান্তর করা অনেক সময় একটা ড্রামাটিক ভাব আনতে পারে, যা ছবিতে অনন্য মাত্রা যোগ করতে পারে।

লাইটের ব্যবহার

আমাদের ছবি তোলার সময় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস কি? নিশ্চয়ই লাইট, নাকি? ধরি আমি একটা অন্ধকার রুমে একটা ক্যামেরা নিয়ে গিয়ে কোন লাইট ছাড়া কয়েকটা ছবি তুলে আনলাম। রুম থেকে বের হয়ে আমি কি দেখব?কিছু কি আদৌ দেখতে পাব?

আমাদের আগেই ঠিক করতে হবে, কোন ধরনের লাইট নিয়ে আমরা কাজ করব, আমরা আমাদের লাইট সাবজেক্টে কিভাবে দিব।

আমরা ফটোগ্রাফিতে আমাদের লাইটকে দুই ভাগে ভাগ করে নিব।

সফট লাইট আর হার্ড লাইট।

সফট লাইট আমরা সেই লাইটগুলোকে বলব, যেই লাইটে সাধারণত খুব কঠিন ছায়া পড়বে না, খুব একটা কন্ট্রাস্ট বাড়াবে না।

আর হার্ড লাইট বলতে আমরা সেই লাইট গুলোকে বুঝব, যেগুলো আমরা সাধারনত কড়া রোদের মাঝে বা দুপুরে পেয়ে থাকি। এই লাইটে কড়া ছায়া হবে, মানে ছায়া পরিবেশ বা

আশেপাশের জায়গায় অনেক বেশি পার্থক্য সৃষ্টি করবে। ছায়া হবে অনেক বেশি ডার্ক। আমরা যদি দুপুরের কড়া রোদে ছবি তুলি, তাহলে, আমাদের ছবিতে সাবজেক্ট যদি মানুষ হয়, তাহলে দেখব মানুষের চোখের নিচে ছায়া, গলার নিচে ছায়া, উপরের দিকে ওভার এক্সপোজড, নিচে আন্ডার এক্সপোজড হয়ে গেছে।

লাইটের সোর্স হিসাবে আমরা যদি খুব ছোট কোন লাইট ব্যবহার করি, তাহলে পিছনে খুব কড়া একটা ছায়া পড়বে। আর লাইটের বড় উৎস ব্যবহার করলে, লাইটের উৎস

সাবজেক্টের যত কাছে হবে, আমাদের ছায়া তত বেশি সফট হবে। সফট লাইট পাওয়া জন্য আমরা সফট বক্স ব্যবহার করতে পারি।
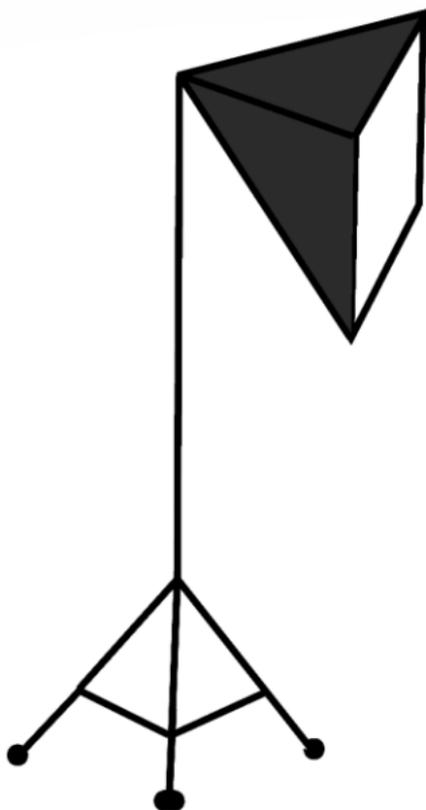
হার্ড লাইটের সামনে আমরা যদি এমনভাবে একটা ডিফিউসার ব্যবহার করি, যেন তা সাবজেক্টের কাছাকাছি থাকে, তাহলে তা সফট লাইট হয়ে যাবে, ছায়া কম কন্ট্রাস্টিং হবে। ডিফিউসার হিসাবে আমরা বড় কোনো কাপড় বা ট্রেসিং পেপার ও ব্যবহার করতে পারি। আমরা মেঘলা দিনে ছবি তোলার সময় সূর্যের হার্ডলাইটের সামনে মেঘের কারণে (এখানে ডিফিউসার হিসাবে কাজ করে) সফট লাইট পাই, ফলে আমাদের ছবিতে কড়া ছায়া পড়ে না।

আমাদের ছবি যদি এমন হয় যে, ছবির কোন অংশ ওভার এক্সপোজড, আর কোনো অংশ আন্ডার এক্সপোজড হয়ে গেছে, তাহলে আমাদের মোবাইল বা ক্যামেরার HDR মোড আমাদের ভালো কাজে দিবে। আমাদের ছবিটা কিছুটা ভালো দেখাবে।

আবার কোন দিক থেকে আমরা সাবজেক্টকে আলো দিচ্ছি তার উপর নির্ভর করে আমরা বিভিন্ন ধরণের লাইটের কথা বলতে পারি।

আমরা যখন সাবজেক্টের একেবারে সামনে থেকে লাইট দিব, মানে ক্যামেরা আর সাবজেক্ট

সোজাসুজি, আমরা তখন তাকে বলব ফ্রন্ট লাইট(সামনে থেকে লাইট)।

আমরা ক্যামেরার সাথে যেই ফ্ল্যাশ লাইট থাকবে তাকে ব্যবহার করেও এই লাইট পাব।

এই লাইট ব্যবহার করলে ছবিকে ফ্লাট(ছবিতে আলো-ছায়ার পার্থক্য না থাকায় ছবিকে ২ মাত্রিক) লাগবে, দেখতে ভালো লাগবে না। এই ব্যপারে আমাদের সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে।

আমরা যদি নিচের ছবিগুলোর মত পাশে থেকে লাইট ব্যবহার করি, তাহলে আমরা সাবজেক্টের ডিটেইলস গুলোকে ভালভাবে তুলে ধরতে পারব, আবার ছবিকেও ভাল লাগবে।

আমরা পিছন থেকে লাইট ব্যবহার করে একটা নাটকীয় অবস্থার সৃষ্টি করতে পারব সহজেই। এই রকম ছবি তোলার জন্য সবচেয়ে ভাল

জায়গা হল অন্ধকার রুম বা আমাদের ছবি তোলার স্টুডিও। আবার বাইরে ছবি তোলার সময় আমরা সূর্যকে কাজে লাগিয়ে এই কাজ করতে পারি।

এই পিছন থেকে লাইট দেওয়া বা ব্যাক লাইটের ব্যবহার করার সময় আমাদের মাথায়

রাখতে হবে, আমাদের সামনে থেকেও কিছু লাইট ব্যবহার করতে হতে পারে।

নাহলে আমাদের ছবিতে কেবল সাবজেক্টের ছায়া ধরা পড়বে আর সাবজেক্টের সিলোয়েট হবে, প্রথমদিকে এই ব্যাক লাইটের ব্যবহার আমাদের কাছে সমস্যা সৃস্টি করতে পারে, তবে কিছুদিন এই লাইট ব্যবহার করে ছবি তোলার চেস্টা করলে আমরা ভালোভাবে এই লাইটের ব্যবহার করতে পারব।

ফ্ল্যাশ লাইটের ব্যবহারঃ

আমরা ছবি তোলার সময় যখন আলোর বিপরীতে থাকব, তখন আমাদের ছবি সিলোয়েটের মত আসতে পারে, এই জিনিসটা নিশ্চয়ই আমাদের জন্য বিরক্তিকর। আমরা একটা মানুষের ছবি তুলতে চাই, মানুষটা না এসে যদি বাকী সব আলোই আমাদের ছবিতে আসল, তাহলে আমাদের ছবি তোলার আর কি মানে থাকল? যেখানে সমস্যা সেইখানেই সমাধান। কোনো জায়গায় বেড়ালে গেলে বা সাধারণ দুই একটা ছবি তোলার সময় হাতের কাছে সাধারণত আলাদা কোনো লাইট থাকে না। আমরা আমাদের এই সমস্যার সমাধান করব আমাদের ফ্ল্যাশ লাইটের ব্যবহার করে।

আমাদের ফ্ল্যাশ ঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারলে আমরা এই সময় পিছন থেকে অন্য কোনো লাইট, যেমন সূর্য ব্যবহার করে আমাদের ছবিকে অসাধারণ করে তুলতে পারব।

আবার আমরা যখন দুপুরে কড়া লাইটে ছবি তুলতে যাব, তখন ক্যাপ বা কোন টুপি পরলে আমাদের সাবজেক্টের চোখ মুখ অন্ধকার হয়ে যেতে পারে। এখানেও আমরা এই সমস্যার সমাধানে নিচের দিক থেকে ছবি তুললে আমরা ফ্ল্যাশ লাইট ব্যবহার করতে পারি।

আমরা অন্য কাজে ফ্যাশ লাইটের ব্যবহার একটু কম করার চেস্টা করব,অনেক সময়

দেখা যাবে, আমাদের ছবি তোলার সময় ফ্ল্যাশ ব্যবহার করায়,ছবিকে ফ্ল্যাট দেখাবে, আবার ফ্ল্যাশ ব্যবহার করলে আমরা ছায়া পাব না। আবার দেখা যায়, কোন জিনিসে রিফ্লেকশন করলে বা কোনো জিনিস চকচকে হলে, আমাদের ছবিতে ফ্ল্যাশ লাইটের উজ্জ্বল একটা আলো দেখা যাবে, যা দেখতে আমাদের কাছে বিরক্তিকর লাগতে পারে। আমরা সন্ধ্যাবেলায় ফ্ল্যাশ অন করে ছবি তোলার সময় দেখা যাবে আমরা ছবিতে সোনালি ভাব চাইলে ছবি ফ্ল্যাশের কারনে সাদা হয়ে বসে থাকবে। আগুনের পাশে ছবি তোলার সময় আমরা অনেকসময় আগুনের কমলা বা সোনালি ভাবটা চাই। যদি আমরা আমাদের ফ্যাশ অন

করি, তাহলে আমরা আমাদের এই সোনালী ভাবটা হারাতে পারি।

তাই আমরা যথেষ্ট চিন্তা ভাবনা করে এই ফ্যাশ লাইটের ব্যবহার করব, যেন আমাদের ভাল ছবি গুলো নষ্ট না হয়।

কেচ লাইট

Photo Courtesy-Anindya Banerjee, Model-Srija Roy

উপরের ছবিটার দিকে একটু তাকাই, সাবজেক্টের চোখে একটা লাইট জ্বল-জ্বল করছে। এই লাইটটাকে আমরা বলব কেচ লাইট। এই ধরনের কেচ লাইট আমাদের ছবিতে সাবজেক্টকে আরো প্রানবন্ত আকারে তুলে ধরতে পারে, আমাদের ছবিকে করতে পারে আরো আকর্ষণীয়। আমরা যদি আমাদের ছবিতে এই লাইট চাই, তবে আমরা সাবজেক্টের সামনে থেকে লাইট ব্যবহার করব, এই কাজে আমরা ফ্যাশ লাইটকে ব্যবহার করতে পারি। আবার আমরা চাইলে রিং লাইট ব্যবহার করে এইরকম কেচ লাইট পেতে পারি সহজেই।

ছবিতে কালার বা রং

ছবিতে আমরা যে চাকতিটি দেখতে পাচ্ছি, তা প্রথম তৈরী করেন বিজ্ঞানী স্যার আইজ্যাক নিউটন, ১৬৬৬ সালে। আমরা যখন ছবি তুলি,

তখন আমরা হয়ত খেয়াল করে দেখেছি যে, কারও ছবিতে একটু আলাদা রং ব্যবহার করে ছবিকে একেবারে অন্যরকম করে তুলে ধরতে পারছে, ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে সাবজেক্টের পার্থক্য খুব সহজেই তুলে ধরতে পারছে, আর আমদের ছবি তুলার সময় আমাদের রঙ্গের দিকটাও খেয়াল থাকে না। এইসব ঝামেলা যাতে আমাদের সাথে আর না হয়, সেজন্য আমরা কালার নিয়ে একটু জানব।

এই যে চাকাটা দেখতে পাচ্ছি, এইখানে সবার মাঝের ত্রিভুজের লাল, নীল আর সবুজ রংকে আমরা বলব প্রাইমারী কালার, এই তিনটার একটাকে আরেকটার সাথে মিশিয়ে আমরা

পাব সেকেন্ডারী কালার। আর এই সেকেন্ডারী কালারের সাথে একটা প্রাইমারী কালার মিশিয়ে দিয়ে আমরা পাব টারশিয়ারি কালার।

এই চাকতিতে আমরা কিন্তু রংধনুর সব রঙই পাই। আসলে আমাদের চোখ এর বাইরে আর কোন রং দেখতে পায় না।

তাহলে সাদা আর কালোর কি হবে? সাদা আসলে এই ৭ টা রং একসাথে মিশিয়ে তৈরী করা, আর কালো হচ্ছে সব রঙ্গের একসাথে অনুপস্থিত থাকা।

আমরা এই কালার চাকতিতে একটা রং(ধরলাম নীল) বাছাই করার পর তিনটা বাদ দিয়ে এর পরের রং টা হচ্ছে এর সম্পূরক কালার।

আমরা ছবিতে যখন রঙ্গের বৈপরীত্য আনতে চাইব, মানে যখন চাইব যে আমাদের রং একটার কারনে আরেকটা ভালোভাবে ফুটে উঠুক, তখন আমরা এই সম্পূরক কালার ব্যবহার করব।

পাশাপাশি থাকা আমাদের রং গুলোকে আমরা বলব অনুরূপ রং। এদের যদি আমরা ছবিতে ব্যবহার করি, তাহলে আমাদের ছবিতে এরা

তেমন পার্থক্য ফুটিয়ে তুলবে না, দেখে মনে হবে যেন দুইটা কালার একসাথে মিশে যাবে।

আমরা যখন ছবি তুলব, কখনো আমরা আমাদের সাবজেক্টকে পরিবেশ থেকে আলাদা করার চেস্টা করব, আর কখনো আমরা আমাদের সাবজেক্টকে পরিবেশে মিশিয়ে দিয়ে পরিবেশের সাথে তার সম্পর্ক তুলে ধরতে চেস্টা করব।

ধরি, আমাদের ফ্রেমে আমাদের সাবজেক্ট আর প্রকৃতি আছে। তাহলে আমরা অনূরুপ রঙ ব্যবহার করে আমাদের সাবজেক্টকে আমাদের প্রকৃতির সাথে খুব সহজেই মিশিয়ে দিতে পারব, সাবজেক্টের সাথে আমাদের প্রকৃতির

Photo Courtesy- Taposi Rani karmakar, Model- Puja Roy Nishita

একটা সম্পর্ক খুব ভালোভাবে বোঝাতে পারব।

আবার আমরা যদি আমাদের সাবজেক্টকে আমাদের প্রকৃতি থেকে আলাদা করতে চাই,

Photo Courtesy- Mehadi Al Hasan Emon, Model- Sadia Shanta

সাবজেক্টকে ছবিতে ফুটিয়ে তুলতে চাই, তাহলে আমাদের সম্পূরক কালার ব্যবহার করব।

আমাদের মনের উপর বিভিন্ন রঙের প্রভাবঃ

কালো রং আমাদেরকে শক্তি, প্রভাব বিস্তারের মত একটা অনুভুতি দিতে পারবে, যেখানে সাদা আমাদেরকে দিবে নিস্পাপ, শান্তভাব। লাল রোমান্টিক ভাব, রাগ, ব্যাথা, নিজের মধ্যে ক্ষোভ এইসব বোঝাতে ভাল কাজ করে, আবার লাল এমন একটা রং, যেটা চোখে এড়ানো যায় না। নীল, অনেকটা লালের উল্টা কাজ করবে, নীল দিয়ে আমরা বোঝাতে পারব একটা শান্ত ভাব, বোঝাতে পারব জমে থাকা বেদনা। সবুজ, আমাদের প্রকৃতির রং, আমরা এই রং দিয়ে বোঝাবো সতেজটা। আবার

বেগুনি আমাদের কাছে লালের মত একটা রোমান্টিক ভাব এনে দিতে পারে।

লাল, কমলা, হলুদ, এই রং গুলো সাধারণত আমাদের কাছে উষ্ণতা প্রকাশ করবে, আর নীল, বেগুনী, এইসব রং আমাদের কাছে একটা শীতল ভাব প্রকাশ করবে।

রং নিয়ে আমরা যখন কাজ করব, তখন আমরা খেয়াল রাখব, আমরা আমাদের ছবিতে সব রং একসাথে না মিশিয়ে একটা রং কে প্রধান হিসেবে তুলে ধরতে পারি। এতে

আমাদের ছবি, দর্শকের মনের ভাব নিয়ন্ত্রন করতে ভাল কাজ করবে।

রং নিয়ে একটা বিষয়ে বিশেষ খেয়াল রাখা দরকার। তা হল, একই রং আলাদা জায়গার মানুষের কাছে আলাদা অনুভুতি জন্ম দিতে পারে। যেমন বলতে গেলে,

ইউরোপের দিকে, কোন মানুষ মারা গেলে, কালো কাপড় পরা হয়। আবার বাংলাদেশে মানুষদের অধিকাংশ মানুষদের কাছে মৃত্যূর সাথে সাদা রঙ জড়িয়ে আছে (কাফনের কারণে)। আমাদের ধর্ম, আমাদের সংস্কৃতি আমাদের চিন্তা ভাবনাকে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রন করে। এই কারনেই, এক মানুষের কাছে হয়ত

সাদা প্রফুল্লতার প্রতিক হিসেবে থাকে, অন্যজনের কাছে বেদনা।

ছবি কখন তুলব

আমরা যদি আমাদের ছবিতে একটা কুয়াশা ভাব আনতে চাই, সকালের দিকে উঠানো

Photo Courtesy: Md. Fardin Sarkar Riad, Model: Mahmudul Hasan Leaon

ছবিতে একটা কুয়াশা ভাব থাকতে পারে, যা সন্ধ্যায় থাকবে না। কুয়াশা ব্যবহার করে তোলা ছবিতে আমরা আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড বাদ দিয়ে কেবলমাত্র সাবজেক্টকে রাখতে পারি, (কুয়াশার কারণে ছবিতে বেশিদূরে দেখা না যাওয়ায় আমাদের ছবির ব্যাকগ্রাউন্ড বাদ পরে যাবে।)যা আমাদের ছবিতে একটা নাটকীয় ভাব আর ব্যাকগ্রাউন্ডের সব ডিস্ট্রাকশন বাদ দিতে সাহায্য করতে পারে।

কুয়াশা না থাকলে সকাল আর সন্ধ্যায় ছবি তুললে একটা সোনালি আর উষ্ণ ভাব পাওয়া যাবে।

আমরা যদি দুপুর বেলা আমাদের ছবি তুলতে চাই, তবে আমাদের ছবিতে ছায়াগুলো খুব বেশি কন্ট্রাস্টিং হবে, ছবিতে দেখা যাবে কিছু অংশ বেশি আলোকিত, আর কিছু অংশ একেবারে অন্ধকার হয়ে গেছে, ছবির ডিটেইলস ভালোভাবে বোঝা যাচ্ছে না, যার কারণে ছবি ভাল আসবে না।

আবার আমরা রাতে চাঁদের আলো থাকলে তাতেও ছবি তুলতে পারি আমাদের আইএসও বাড়িয়ে আর শাটার স্পিড কমিয়ে। আবার রাস্তায় গাড়ির লাইট দিয়ে লাইট ট্রেইল এর ছবি তুলতে হলে আমাদেরকে রাতের বেলাতেই ছবি তুলতে হবে।

গোল্ডেন আউয়ার

ছবি তোলার জন্য দিনের সবচেয়ে ভাল সময় হল গোল্ডেন আউয়ার। সবচেয়ে ভাল ছবি হবে সূর্য উঠার আর অস্ত যাওয়ার পরের ৩০ মিনিট। এসময় কোমল সোনালি আলো পাওয়া যাবে, আমাদের ছবিতে অতিরিক্ত ছায়া বা একেবারে বেশি আলো পড়বে না। এই সময়টাকে আমরা বলব গোল্ডেন আউয়ার।

ছবি এডিট করা

ছবি এডিট করা ছবি তোলার পরের অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ। যেকোনো ছবিকেই এডিট করে আমরা আরো আকর্ষণীয় করে তুলতে পারি। তবে এজন্য আমাদের দরকার ভাল একটা এডিটিং সফটওয়ার বা ফটো এডিটিং এপ। আমি এই বইয়ে ছবি এডিট করা নিয়ে তেমন কোনো কথা বলি নি। আমার কাছে মনে হয় আমাদের ছবি এডিট করা শেখার আগে ভালো কম্পোজিশনের ছবি তুলতে শিখতে পারাটা বেশি প্রয়োজনীয়। তবে যেহেতু একটা ছবিকে ভালো দেখানোর জন্য ছবি এডিট অনেকটাই দরকারি, তাই আমরা

কম্পিউটার ব্যবহার করলে দরকারি একটা সফটওয়্যার রাখতে পারি, এডোবি ফটোশপ। আর যদি আমরা মোবাইল ব্যবহার করি, তবে মোবাইলের জন্য অনেক ভাল ভাল এপ পাওয়া যায়, যার মধ্যে ভাল (এই বই লেখার সময় অনেক জনপ্রিয়) একটা হচ্ছে snapseed ।

ছবি নিয়ে কিছু কথা

আচ্ছা, ছবি তোলা তো একটা আর্ট, প্র্যাকটিসের জিনিস। তাহলে এতক্ষন এই বই, এই ক্যাচাল কেন পড়লাম?

সাইকেল চালানো তো একটা প্র্যাকটিসের জিনিস। বই পড়ে কেউ কি সাইকেল চালানো শিখতে পারে নাকি? আচ্ছা আমি যদি প্লেন

চালানোর দিকে একটু তাকাই? পড়ালেখার কি আসলেই কোনো দরকার আছে? যারা রিকশা চালায়, তাদের সবাইকে ককপিটে বসিয়ে দিলেই তো হয়, নাকি?

ফটোগ্রাফি আর এমনি ছবি তোলা , এই জিনিসটাকে আমি এইভাবে তুলনা করতে পছন্দ করি। আমরা ছবি তুলি এমনভাবে, যেন আরেকজনের কাছে ভালো লাগে, দেখে মনে একটা অন্যরকম ভাব আসে। এই জিনিসটা না থাকলে আমরা তাকে ফটোগ্রাফি বলিনা। আমার কাছে একটা ক্যামেরা আছে। এর অর্থ এই না যে, আমি ফটোগ্রাফার। ফটোগ্রাফির জন্য আমাদের কিছু জিনিস জানা থাকা উচিত,

কিছু জিনিস বোঝা উচিত। এই জন্যই এই বই পড়া।

আবার আমরা যদি ছবি নিয়ে অনেক কিছু জানি ,কিন্তু ছবি না তুলি, প্র্যাক্টিস না করি, তাহলেও নিশ্চয়ই এই জানাটা আমাদের কোনো কাজে লাগবে না। আমি সাঁতার নিয়ে অনেক কিছু জানি, সাঁতার কাটার সময় কিভাবে হাত পা নাড়তে হবে তা আমার জানা আছে, কিন্তু আমি কখনো সাঁতার কাটার চেস্টা করি নি, এটা জিনিস ও নিশ্চয়ই আমাদের কাছে অর্থহীন।

তাই আমাদের দরকার বেশি বেশি ছবি তোলা, একটা জিনিসের কতভাবে ছবি তোলা যায়, তা

দেখা, একটা ছবি তুলে তা নিয়ে এই চিন্তা করা, কিভাবে ছবিটাকে আরো আকর্ষণীয় করে তোলা যায়।

সৈয়দ আবীর জাহান জিসানের জন্ম ২০০১ সালের ৯ সেপ্টেম্বর রাজশাহী জেলায়। তার পৈত্রিক নিবাস চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপজেলায়।

বর্তমানে অধ্যয়নরত আছেন চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরকৌশল অনুষদে।

তার মা নিলাম তবিব, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা, বাবা জাহাঙ্গীর উদ্দিন আহমদ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপ পরিচালক হিসাবে কর্মরত আছেন। একমাত্র বোন এমবিবিএস ডাক্তার।

এই ক্ষুদে লেখক বিজ্ঞানভিত্তিক অনেক প্রবন্ধ রচনা ও বিজ্ঞান প্রকল্প তৈরী করে সুধীমহলে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছেন।